iddabari
your success benchmark

প্রাইমারি

লেকচার শিট

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার (১-১৩)

সূচিপত্র

লেকচার-১	পৃষ্ঠা নং
☑ বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ☑ বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন ☑ বাংলা লিপি ☑ বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় ☑ ধ্বনি ও বর্ণ ☑ ধ্বনি পরিবর্তন	৩-২১
লেকচার-২	
☑ ণ-ত্ব বিধান এবং ষ-ত্ব বিধান ☑ শব্দের শ্রেণিবিভাগ	২২-৪২
লেকচার-৩	
☑ সন্ধি ☑ সমার্থক শব্দ	৪৩-৭৭
লেকচার-৪	
☑ পদ প্রকরণ ☑ শব্দজোড় বা সমোচ্চারিত শব্দ ☑ প্রতিশব্দ ☑ বিপরীত শব্দ	৭৮-১০৬
লেকচার-৫	
☑ লিঙ্গ ☑ বচন ☑ সংখ্যাবাচক শব্দ ☑ দ্বিরুক্ত শব্দ ☑ প্রকৃতি-প্রত্যয়	১০৭-১৩২
লেকচার-৬	
☑ উপসর্গ ☑ অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দ ☑ কাল, পুরুষ এবং কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ	১৩৩-১৪৬
লেকচার-৭	
☑ বানান শুদ্ধিকরণ ☑ বাক্য শুদ্ধিকরণ ☑ বাক্য ও বাক্য পরিবর্তন	১৪৭-১৭৪
লেকচার-৮	
☑ কারক ও বিভক্তি ☑ সমাস	১৭৫-২২৩
লেকচার-৯	
☑ বাক্য সংকোচন ☑ বাগধারা	২২৪-২৫৭
লেকচার-১০	
☑ পারিভাষিক শব্দ ☑ অনুবাদ ☑ যতি বা ছেদচিহ্ন	২৫৮-২৭৭
লেকচার-১১	
☑ **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)** ☑ **বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ** ❖ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ❖ বৈষ্ণব পদাবলি ❖ মঙ্গলকাব্য ❖ রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান ❖ রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	২৭৮-২৯৪
লেকচার-১২	
☑ **বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ** ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❖ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ❖ কাজী নজরুল ইসলাম ❖ জসিম উদ্দীন ❖ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ❖ শওকত ওসমান ❖ শামসুর রাহমান ❖ জহির রায়হান	২৯৫-৩৩৯
লেকচার-১৩	
☑ বিখ্যাত উপন্যাস ☑ বিখ্যাত নাটক ☑ বিখ্যাত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ ☑ ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক গ্রন্থ ☑ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ ☑ সাহিত্যিকদের উপাধি, ছদ্মনাম	৩৪০-৩৫৬

প্রাইমারি লেকচার শিট

লেকচার ১

Lecture Contents

☑ বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
☑ বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন
☑ বাংলা লিপি
☑ ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়
☑ ধ্বনি ও বর্ণ
☑ ধ্বনি পরিবর্তন

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

ভাষা

মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম ভাষা। ভাষা হচ্ছে- ভাব প্রকাশের মাধ্যম। মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে ভাষা বলে। সৃষ্টির ইতিহাসে : আগে ভাষা- পরে ব্যাকরণ। ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– অর্থদ্যোতকতা, মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি এবং জনসমাজে ব্যবহার যোগ্যতা। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সেসব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক (Symbol) মাত্র।

বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

পৃথিবীর ভাষাগুলোকে ইন্দো-ইউরোপীয়, চীনা-তিব্বতীয়, আফ্রিকীয়, সেমীয়-হেমীয়, দ্রাবিড়ীয়, অস্ট্রো-এশীয় প্রভৃতি ভাষা পরিবারে ভাগ করা হয়ে থাকে। ইংরেজি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ, রুশ, পর্তুগিজ, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষার মতো বাংলা ভাষাও ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখা দুটি। যথা- কেন্তুম ও শতম। কেন্তুম ভাষা হতে কতগুলো ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন– গ্রীক, ইতালিক (Italic), টিউটোনিক, হিত্তিক ও তুখারিক। হিত্তিক ভাষা ১৫০০ পূঃ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরে বর্তমান ছিল। তুখারিখ ভাষা চীনীয় তুর্কিস্থানে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস অনার্য ভাষা। আর্যদের (ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষার একটি দল) আগমনের পর অনার্য ভাষা ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন 'বৈদিক ভাষা'। অনেকে বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলে মেনে নেন নি। আর্যভাষা তিনটি স্তরে বিভাজিত। যথা–

ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা : বৈদিক ও সংস্কৃত;
খ) মধ্যভারতীয় আর্যভাষা : পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ
গ) নব্যভারতীয় আর্যভাষা : বাংলা, উড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার মূল উৎস প্রাকৃত ভাষা। 'প্রাকৃত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো 'স্বাভাবিক' এবং ভাষাগত অর্থ- জনগণের ভাষা। প্রাকৃত ভাষা থেকে দুটি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে- একটি 'পালি', অন্যটি 'অপভ্রংশ'। 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ বিকৃত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অপভ্রংশের কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। অপভ্রংশ ভাষা থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপত্তি লাভ করে আমাদের 'বাংলা ভাষা'।

বাংলা ভাষা উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতামত,

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা (৫০০০-৩৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দ) → শতম্ ভাষা → আর্য ভাষা
↓
ভারতীয় → প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা → প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্য → প্রাচীন প্রাচ্য
↓
গৌড়ী প্রাকৃত (মাগধী প্রাকৃতের প্রাচ্যতর রূপ) → গৌড় অপভ্রংশ → বঙ্গ-কামরূপী
↓
অসমিয়া | বাংলা ভাষা

আনুমানিক এক হাজার বছর আগের পূর্ব ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে (সপ্তম শতকে)। আর ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দকে (দশম শতককে) বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল বলে মনে করেন। বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় অহমিয়া (অসমিয়া) ও ওড়িয়া। ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃত এবং পালির সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের জীবনযাত্রার প্রায় সবক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সরকারিভাবে বাধ্যতামূলক। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা প্রদেশের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা বাংলা।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং স্থিতিকাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকণিকা:

বিষয়	মতামত প্রদানকারী
বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে 'মাগধী প্রাকৃত' থেকে এই মত দিয়েছেন	স্যার জর্জ গ্রিয়ার্সন (ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেছেন)
বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে 'গৌড়ীয় প্রাকৃত' থেকে এই মত দিয়েছেন	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল হচ্ছে 'দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী' বলেছেন	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল হচ্ছে 'সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী' বলেছেন	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রাচীনতম অন্যতম গ্রন্থের নাম	ঋগ্বেদ (এটি প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃত সংকলন)

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ভাষা কী?
ক. উচ্চারণের প্রতীক   খ. মুখের ভঙ্গি
গ. ইঙ্গিতের সমষ্টি   ঘ. ভাব প্রকাশের মাধ্যম   **উত্তর: ঘ**

২. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে–
ক. বর্ণ   খ. শব্দ
গ. বাক্য   ঘ. ভাষা   **উত্তর: ঘ**

৩. কোনটি ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়?
ক. অর্থদ্যোতকতা
খ. ইশারা বা অঙ্গভঙ্গি
গ. মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি
ঘ. জনসমাজে ব্যবহার যোগ্যতা   **উত্তর: খ**

৪. ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?
ক. ব্যাকরণ   খ. ব্যাকরণ ও ভাষা একসাথে
গ. ভাষা   ঘ. কোনোটিই নয়   **উত্তর: গ**

৫. কোনটি ভাষাবংশের নাম নয়?
ক. আফ্রিকীয়   খ. দ্রাবিড়ীয়
গ. ইন্দো-ইউরোপীয়   ঘ. হিস্পানি   **উত্তর: ঘ**

৬. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
ক. দ্রাবিড়   খ. ইউরালীয়
গ. ইন্দো-ইউরোপীয়   ঘ. সেমেটিক   **উত্তর: গ**

৭. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা/বংশের কয়টা শাখা?
ক. একটি   খ. দুইটি
গ. তিনটি   ঘ. চারটি   **উত্তর: খ**

৮. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত?
ক. হিত্তিক ও তুখারিক   খ. তামিল ও দ্রাবিড়
গ. আর্য ও অনার্য   ঘ. মাগধী ও গৌড়ী   **উত্তর: ক**

৯. ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?
ক. মূল আর্যভাষা   খ. বৈদিক ভাষা
গ. অনার্য ভাষা   ঘ. সংস্কৃত ভাষা   **উত্তর: গ**

১০. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন-
ক. পালি   খ. প্রাকৃত
গ. বৈদিক   ঘ. ভোজপুরী   **উত্তর: গ**

১১. বেদের ভাষাকে কি ভাষা বলা হয়?
ক. দেশি ভাষা   খ. বৈদিক ভাষা
গ. বেদী ভাষা   ঘ. ইংরেজি ভাষা   **উত্তর: খ**

১২. আর্যভাষার কোন স্তর থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে?
ক. মধ্যভারতীয় আর্যভাষা   খ. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা
গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা   ঘ. সংস্কৃত ভাষা   **উত্তর: খ**

১৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে-
ক. সংস্কৃত   খ. পালি
গ. প্রাকৃত   ঘ. অপভ্রংশ   **উত্তর: গ**

১৪. 'প্রাকৃত' শব্দটির অর্থ-
ক. প্রকৃত   খ. যথার্থ
গ. যা করা হয়েছে   ঘ. স্বাভাবিক   **উত্তর: ঘ**

১৫. প্রাকৃত শব্দের ভাষাগত অর্থ-
ক. মুর্খদের ভাষা   খ. পণ্ডিতদের ভাষা
গ. জনগণের ভাষা   ঘ. লেখকদের ভাষা   **উত্তর: গ**

১৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?
ক. পালি   খ. অপভ্রংশ
গ. অবহট্ঠ   ঘ. সংস্কৃত   **উত্তর: খ**

১৭. 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কি?
ক. উন্নত   খ. বিবৃত
গ. সাধারণ   ঘ. বিকৃত   **উত্তর: ঘ**

১৮. **'বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে।" এ মতের প্রবক্তা কে?**
ক. স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. ড. সুকুমার সেন
ঘ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উত্তর: ঘ**

১৯. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?**
ক. মাগধী প্রাকৃত খ. গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ. মহারাষ্ট্রীয় প্রাকৃত ঘ. অর্ধ মাগধী প্রাকৃত **উত্তর: খ**

২০. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, সর্বশেষ কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে?**
ক. ভারতীয় আর্য খ. সংস্কৃত
গ. ইন্দো-ইউরোপীয় ঘ. বঙ্গ-কামরূপী **উত্তর: ঘ**

২১. **বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে কোন সময় থেকে?**
ক. খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক
খ. খ্রিষ্টীয় দশম শতকের কাছাকাছি সময়
গ. খ্রিষ্টীয় নবম শতকের কাছাকাছি সময় থেকে
ঘ. খ্রিষ্টীয় ৪০০ শতকে **উত্তর: খ**

২২. **বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়-**
ক. সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে খ. খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে
গ. সপ্তম খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ঘ. খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকে **উত্তর: ক**

২৩. **ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উদ্ভবকাল কবে?**
ক. ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে খ. ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে **উত্তর: খ**

২৪. **বাংলা ভাষার বয়স কত?**
ক. ১০০০ বছর খ. ২০০০ বছর
গ. ২৫০০ বছর ঘ. ২৭০০ বছর **উত্তর: ক**

২৫. **বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কোনটি?**
ক. দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ. একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ. দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ. ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী **উত্তর: ক**

২৬. **ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম–**
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. ঋগ্বেদ ঘ. চর্যাপদ **উত্তর: গ**

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন

বাংলা ভাষার লৈখিক রূপ এবং মৌখিক (কথ্য) এই দু'টি রূপ দেখা যায়। বাংলা ভাষার প্রকারভেদ বা রীতিভেদ নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়–

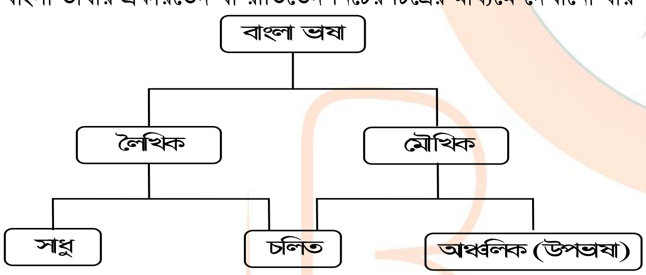

ক) সাধু রীতি

সংস্কৃত-ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মানুষের ভাষাকে 'সাধু ভাষা' বলে প্রথম অভিহিত করেন রাজা রামমোহন রায়। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে সাধু রীতির প্রচলন ছিল।

খ) চলিত রীতি

সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে 'চলিত ভাষা' বলা হয়। চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয় প্রমিত ভাষা। চলিত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য প্রমিত উচ্চারণ। কলকাতা অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যয়ের হাতে চলিত রীতির প্রথম ব্যবহার হয়। তারপর প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায় এর ক্রমবিকাশ ঘটে। আলালের ভাষা ছিল মূল সাধু ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত কেবল কিছু বর্ণনা এবং কোনো কোনো সংলাপ চলিত রীতির; অপরপক্ষে, হুতোমী লেখা হয়েছিল পুরোপুরি চলিত রীতিতে। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'কে কেন্দ্র করে ১৯১৪ সালের দিকে এ গদ্যরীতির সাহিত্যিক স্বীকৃতি ও পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। প্রমথ চৌধুরীকে 'বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক' বলা হয়। তিনি চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বাংলা গদ্যে চলিত রীতির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন।

সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য

সাধু রীতি	চলিত রীতি
গুরুগম্ভীর, মন্থর, পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত।	সরল, সাবলীল ও পরিবর্তনশীল।
গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের পরিচায়ক।	সংক্ষিপ্ত, সহজবোধ্য ও কৃত্রিমতা বর্জিত।
তৎসম শব্দবহুল।	তদ্ভব শব্দবহুল।
শুধু লৈখিক রূপ আছে।	লৈখিক ও মৌখিক উভয় রূপ আছে।
নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ-আলোচনার অনুপযোগী।	নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা এবং আলাপ-আলোচনার উপযোগী।
ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– করিল, তাহারা হইতে।	ক্রিয়া সর্বনাম ও অনুসর্গ (অব্যয়) এর সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন- করল, তারা, হতে।
সাধু রীতিতে বহু সর্বনামে 'হ' বর্ণ যুক্ত থাকে। যেমন– ইহাদের, যাহা প্রভৃতি।	চলিত রীতিতে সর্বনামে 'হ' বর্ণ যুক্ত থাকে না। যেমন– এদের যা প্রভৃতি।

গ) আঞ্চলিক ভাষা

দেশ-কাল ও পরিবেশভেদে ভাষার পার্থক্য ঘটে। অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষাকে উপভাষা (Dialect) বা আঞ্চলিক ভাষা বলে। যেমন: 'মোগো' শব্দের আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ 'মোদের'। বাংলা ভাষার দেশগতভাবে পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনের অন্যতম প্রধান ভাগটিকে বলা হয় বাঙ্গালি উপভাষা। অতীন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, 'ময়মনসিংহ থেকে শুরু করে ঢাকা, ফরিদপুর হয়ে বরিশাল পর্যন্ত অঞ্চলের মুখ্য উপভাষা বাঙ্গালি। বাংলা ভাষা পাঁচটি প্রধান জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এ পাঁচটি জনপদীয় উপভাষাগুলির সম্মিলিত ভাষারূপই বাংলা। যথা– রাঢ়ি (পশ্চিমবঙ্গ), বাঙ্গালি (বাংলাদেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল) বরেন্দ্রি (বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল) ঝাড়খণ্ডি (পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অঞ্চল ও ঝাড়খণ্ডের পূর্ব অঞ্চল) এবং কামরূপি বা রাজবংশী (বিহারের পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চল এবং বাংলাদেশের রংপুর অঞ্চল)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলা ভাষার প্রধান দুইটি রূপ কী কী?**
ক. লেখ্য ও আঞ্চলিক খ. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন
গ. কথ্য ও আঞ্চলিক ঘ. মৌখিক ও লৈখিক **উত্তর: ঘ**

২. **বাংলা লেখ্য ভাষার রূপ কয়টি?**
ক. তিনটি খ. চারটি
গ. দুইটি ঘ. সাতটি **উত্তর: গ**

৩. **লেখ্য ভাষার দুটি রূপের নাম কি?**
ক. সাধু ও চলিত খ. লেখ্য ও আঞ্চলিক
গ. সাধু ও আঞ্চলিক ঘ. আঞ্চলিক ও সর্বজনীন **উত্তর: ক**

৪. **ভাষার মৌলিক রীতি কোনটি?**
ক. বক্তৃতার রীতি খ. লেখার রীতি
গ. কথা বলার রীতি ঘ. লেখা ও বলার রীতি **উত্তর: ঘ**

৫. **ভাষার কোন রীতি কেবলমাত্র লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হয়?**
ক. কথ্য রীতি খ. আঞ্চলিক রীতি
গ. সাধু রীতি ঘ. চলিত রীতি **উত্তর: গ**

৬. **সাধু ও চলিত রীতি বাংলা ভাষার কোনরূপে বিদ্যমান?**
ক. আঞ্চলিক খ. উপভাষা
গ. লেখ্য ঘ. কথ্য **উত্তর: গ**

৭. **লৈখিক ও মৌখিক ভাষার মিলিত রূপ হচ্ছে-**
ক. সাধু খ. চলিত
গ. আঞ্চলিক ঘ. মিশ্র **উত্তর: খ**

৮. **মানুষের ভাষাকে 'সাধু ভাষা' হিসেবে প্রথম অভিহিত করেন কে?**
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রাজা রামমোহন রায় ঘ. প্যারীচাঁদ মিত্র **উত্তর: গ**

৯. **বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কোন রীতির প্রচলন ছিল?**
ক. মিশ্র রীতি খ. কথ্য রীতি
গ. চলিত রীতি ঘ. সাধু রীতি **উত্তর: ঘ**

১০. **আলালী বা হুতোমী ভাষা বলা হয় কোন ভাষাকে?**
ক. সাধু খ. চলিত
গ. ইংরেজি ঘ. সংস্কৃত **উত্তর: খ**

১১. **বাংলা গদ্য সাহিত্যে কোন লেখকের রচনা রীতিকে 'আলালী ভাষা' আখ্যা দেওয়া হয়?**
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. রাজনারায়ণ বসু
গ. কালীপ্রসন্ন সিংহ ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত **উত্তর: ক**

১২. **বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?**
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. প্রমথনাথ বসু **উত্তর: খ**

১৩. **বাংলা ভাষার সাধু ও চলিতরূপের মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা করেন কে?**
ক. উইলিয়াম কেরী খ. এডওয়ার্ড ডিমোক
গ. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী **উত্তর: ঘ**

১৪. **চলিত ভাষারীতির প্রথম মুখপাত্র কোনটি?**
ক. সাধনা খ. শিখা
গ. শনিবারের চিঠি ঘ. সবুজপত্র **উত্তর: ঘ**

১৫. **বাংলা সাহিত্যে কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি?**
ক. কল্লোল খ. সবুজপত্র
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. কালিকলম **উত্তর: খ**

১৬. **'সবুজপত্র' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কী হিসেবে পরিচিত?**
ক. একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ
খ. এক শ্রেণির লেখকদের আলোচিত রচনা সংকলন
গ. বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা
ঘ. অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস ও নাটক **উত্তর: গ**

১৭. **'সবুজপত্র' বাংলা সাহিত্যে কোন ভাষারীতি প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে?**
ক. সাধু ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উপভাষা **উত্তর: খ**

১৮. **প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী' রীতির প্রচার মাধ্যম হিসাবে কোন পত্রিকা ভূমিকা রাখে?**
ক. সাহিত্য খ. কল্লোল
গ. সবুজপত্র ঘ. কালিকলম **উত্তর: গ**

১৯. **প্রমথ চৌধুরী কোন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিলেন?**
ক. উপন্যাসে ইতিহাস বর্জনে
খ. সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টিতে
গ. চলিত ভাষার ব্যবহারে
ঘ. গদ্য কবিতা রচনায় **উত্তর: গ**

২০. **চলিত ভাষার আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-**
ক. সাধু ভাষা খ. প্রমিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. উপভাষা **উত্তর: খ**

২১. **'প্রমিত বাংলা ভাষা' বলতে বোঝায়?**
ক. আঞ্চলিক রীতির বাংলা ভাষা
খ. কথ্য রীতির বাংলা ভাষা
গ. চলিত রীতির বাংলা ভাষা
ঘ. সাধু রীতির বাংলা ভাষা **উত্তর: গ**

২২. **কথ্যরীতি সমন্বয়ে শিষ্টজনের ব্যবহৃত ভাষাকে কি বলে?**
ক. সাধু ভাষা খ. আদর্শ চলিত ভাষা
গ. আঞ্চলিক ভাষা ঘ. দেশি ভাষা **উত্তর: খ**

২৩. **কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?**
ক. গাম্ভীর্য
খ. প্রমিত উচ্চারণ
গ. তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
ঘ. ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে **উত্তর: খ**

২৪. **কোন অঞ্চলের মৌখিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?**
ক. যশোর খ. ঢাকা
গ. কলকাতা ঘ. বিহার **উত্তর: গ**

২৫. **সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক. গুরুচণ্ডাল খ. গুরুগম্ভীর
গ. অবোধ্য ঘ. দুর্বোধ্য **উত্তর: খ**

২৬. **কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট?**
ক. চলিত ভাষা খ. কথ্য ভাষা
গ. লেখ্য ভাষা ঘ. সাধু ভাষা **উত্তর: ঘ**

২৭. **সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী?**
ক. কবিতার পঙ্‌ক্তিতে খ. গানের কলিতে
গ. গল্পের বর্ণনায় ঘ. নাটকের সংলাপে **উত্তর: ঘ**

২৮. **ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দ বহুল?**
ক. সাধু রীতি খ. চলিত রীতি
গ. কথ্য রীতি ঘ. বানান রীতি **উত্তর: খ**

২৯. **বাংলা ভাষার রীতির বৈশিষ্ট্য কোনটি?**
ক. আভিজাত্য খ. পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট
গ. কাঠামো অপরিবর্তিত ঘ. কৃত্রিমতা বর্জিত **উত্তর: ঘ**

৩০. **চলিত ভাষা রীতির ক্ষেত্রে কোন বৈশিষ্ট্য প্রযোজ্য?**
ক. পরিবর্তনশীল খ. আভিজাত্যের অধিকারী
গ. গুরুগম্ভীর ঘ. অপরিবর্তনীয় **উত্তর: ক**

৩১. **বক্তৃতা ও সংলাপের জন্য কোন ভাষা বেশি ব্যবহার করা হয়?**
ক. আঞ্চলিক ভাষা খ. চলিত ভাষা
গ. উপভাষা ঘ. সাধু ভাষা **উত্তর: খ**

৩২. **ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-**
ক. চলিত ভাষারীতিতে খ. সাধু ভাষারীতিতে
গ. সমাজ উপভাষায় ঘ. আঞ্চলিক উপভাষায় **উত্তর: খ**

৩৩. **সাধু রীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?**
ক. বিশেষ্য খ. সর্বনাম
গ. অব্যয় ঘ. ক্রিয়া **উত্তর: গ**

৩৪. **সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়-**
ক. অব্যয় খ. সম্বোধন পদ
গ. সর্বনাম ঘ. ক্রিয়া **উত্তর: ক**

৩৫. **চলিত ভাষায় নিম্নের কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়?**
ক. অনুসর্গ খ. বিশেষ্য
গ. অব্যয় ঘ. উপসর্গ **উত্তর: ক**

৩৬. **দেশ-কাল ও পরিবেশভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?**
ক. ধ্বনির খ. ভাষার
গ. অর্থের ঘ. শব্দের **উত্তর: খ**

৩৭. **বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কি বলে?**
ক. চলিত ভাষা খ. সাধু ভাষা
গ. উপভাষা ঘ. মিশ্র ভাষা **উত্তর: গ**

৩৮. **আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?**
ক. কথ্য ভাষা খ. উপভাষা
গ. সাধু ভাষা ঘ. চলিত ভাষা **উত্তর: খ**

৩৯. **'Dialect' এর পরিভাষা-**
ক. দোভাষা খ. স্থানীয় ভাষা
গ. গ্রাম্য ভাষা ঘ. উপভাষা **উত্তর: ঘ**

৪০. **উপভাষা (Dialect) কোনটি?**
ক. সাহিত্যের ভাষা
খ. অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা
গ. পাঠ্যপুস্তকের ভাষা
ঘ. লেখ্য ভাষা **উত্তর: খ**

৪১. **বাঙালি উপভাষা অঞ্চল কোনটি?**
ক. নদীয়া খ. ত্রিপুরা
গ. পুরুলিয়া ঘ. বরিশাল **উত্তর: ঘ**

৪২. **বাংলা ভাষায় উপভাষা কয়টি?**
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৩টি ঘ. ২টি **উত্তর: ক**

৪৩. **বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত উপভাষার নাম কী?**
ক. পশ্চিমা খ. পূর্বি
গ. বরেন্দ্রি ঘ. রাঢ়ি **উত্তর: গ**

৪৪. **'মেগো' আঞ্চলিক রূপের শিষ্ট পদ্যরূপ-**
ক. আমাদিগের খ. মোদের
গ. আমরা ঘ. আমাদের **উত্তর: খ**

বাংলা লিপি (Bengali script)

'বাংলা লিপি' বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি। ব্রাহ্মী লিপি ভারতের মৌলিক লিপি। সকল ভারতীয় লিপিই এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে জন্মলাভ করেছে। ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ হতে বাংলা লিপি ও বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শুধু বাংলা নয় সিংহলী, ব্রাহ্মী, শ্যামী, যবদ্বীপী ও তিব্বতি লিপির উৎসও ব্রাহ্মী লিপি। অষ্টম শতাব্দীতে ব্রাহ্মী লিপি থেকে পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয় লিপি ও পূর্বী লিপি- এই তিনটি শাখার সৃষ্টি হয়। পূর্বী লিপি থেকেই বাংলা লিপির জন্ম হয়েছে। ব্রাহ্মী লিপিমালা বাম দিক থেকে হতো কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হতো।

পাল শাসনামলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলীক্ষত হয় এবং কালক্রমে তা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। সেন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী দুইশত বছর ধরে অক্ষর গঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলেও পনের শতকে এসে (পাঠান আমলে) তা মোটামুটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিন্স ও এন্ড্রুজ সাহেব হুগলিতে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জেসি ম্যার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়। তাঁর নির্দেশনা পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।

বাংলাদেশে রংপুরে ১৮৪৭ সালে 'বার্তাবহ যন্ত্র' নামে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা।

ঢাকায় 'বাংলা প্রেস' নামে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬০ সালে। এ সময় এ প্রেস হতে ১৮৬০ সালে দীনবন্ধ মিত্রের নীলদর্পণ মুদ্রিত হয়।

ব্রাহ্মী লিপিমালা বাম দিক থেকে হতো কিন্তু খরোষ্ঠী লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হতো।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি?**
ক. ব্রাহ্মী খ. কুটিল
গ. খরোষ্ঠী ঘ. নাগরী **উত্তর:** ক

২. **বাংলা লিপির উৎস কী?**
ক. সংস্কৃত লিপি খ. চীনা লিপি
গ. আরবি লিপি ঘ. ব্রাহ্মী লিপি **উত্তর:** ঘ

৩. **ভারতীয় কোন লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হয়?**
ক. হিন্দি খ. মারাঠি
গ. গুজরাট ঘ. খরোষ্ঠী **উত্তর:** ঘ

৪. **কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-**
ক. পাঠান যুগ খ. সেন যুগ
গ. পাল যুগ ঘ. মোগল যুগ **উত্তর:** খ

৫. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?**
ক. সেন যুগ খ. পাঠান যুগ
গ. পাল যুগ ঘ. মোগল যুগ **উত্তর:** খ

বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ: গ্রিক শব্দ 'Grammar' (ব্যাকরণ) এর অর্থ হলো- শব্দশাস্ত্র। 'ব্যাকরণ' (বি + আ + √কৃ + অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ- বিশেষভাবে বিশ্লেষণ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, "যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।" ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী এবং ভাষাকে বর্ণনা করে। ভাষার বিশ্লেষণ এবং ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আবিষ্কার করাই ব্যাকরণের প্রধান কাজ। ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণকে ভাষার সংবিধান বলা হয়।

অষ্টাধ্যায়ী : উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ পাণিনি। খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক পঞ্চম শতকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থখানি রচনা করেন। পাণিনির ব্যাকরণের ধারাগুলো ছিল- ঐন্দ্র, চান্দ্র, শাকটায়নী, হেমচন্দ্রীয় প্রভৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গদেশে প্রধাণ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই চর্চা হয়েছে; খুব সামান্য হয়েছে প্রাকৃত ব্যাকরণের চর্চা।

Vocabolario em idioma Bengalla,e Potuguez, Dividido em duas partes : প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত : প্রথম অংশ বাংলা ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানোএল দা আসসুম্পসাঁও রচিত গ্রন্থটি পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। আসসুম্পসাঁও গাজীপুর জেলার নাগরী এলাকার সাধু নিকোলাস ধর্মপল্লিতে গ্রন্থটি রচনা করেন।

A Grammar of the Bengal Language : নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। এটি বাংলা ভাষার প্রথম আদর্শ ব্যাকরণ। ব্যাকরণ গ্রন্থটির অংশবিশেষ বাংলায় চার্লস উইলকিনসের হুগলির মুদ্রণযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হয়।

A Grammar of the Bengalee language (১৮০১ খ্রি.) : উইলিয়াম কেরি ইংরেজি ভাষায় এই বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩ খ্রি.) : বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ। রাজা রামমোহন রায় এটি রচনা করেন। এটি বাঙালি রচিত প্রথম ব্যাকরণ।

ব্যাকরণ গ্রন্থ	রচয়িতা
ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩ খ্রি.)	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
The Origin and Development of the Bengali language	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	মুহম্মদ আব্দুল হাই
ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ব্যাকরণ	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এবং অধ্যাপক পবিত্র সরকার

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **"যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।" এ সংজ্ঞাটি কার?**
ক. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. ড. এনামুল হক ঘ. ড. সুকুমার সেন **উত্তর:** খ

২. **ব্যাকরণের প্রধান কাজ হচ্ছে-**
ক. ভাষার নিয়ম প্রতিষ্ঠা খ. ভাষার শৃঙ্খলা
গ. ভাষার বিশ্লেষণ ঘ. ভাষার উন্নতি **উত্তর:** গ

৩. **কোনটি ঠিক?**
ক. ব্যাকরণ ভাষার অনুগামী
খ. ভাষা ব্যাকরণের অনুগামী
গ. ব্যাকরণ শিক্ষার অনুগামী
ঘ. ব্যাকরণ শব্দযন্ত্রের অনুগামী **উত্তর:** ক

৪. **ব্যাকরণ ভাষাকে কি নির্দেশ করে?**
ক. ভাষাকে চলিতে খ. ভাষাকে শাসন করে
গ. ভাষাকে বলিতে ঘ. ভাষাকে বর্ণনা করে **উত্তর:** ঘ

৫. **ভাষার সংবিধান কোনটি?**
ক. বর্ণমালা খ. ধ্বনি
গ. ব্যাকরণ ঘ. সমাস **উত্তর:** গ

৬. **উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?**
ক. সুকুমার সেন খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ. পাণিনি ঘ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উত্তর:** গ

৭. **পাণিনি কে ছিলেন?**
ক. ভাষাবিদ খ. ঋগ্বেদবিদ
গ. বৈয়াকরণিক ঘ. ঔপন্যাসিক **উত্তর:** গ

৮. নিচের কোনটি ব্যাকরণের পাণিনি ধারা
ক. শাকটায়নী খ. কালাপিক
গ. সৌপদ্ম ঘ. লঘু কৌমুধী **উত্তর:** ক

৯. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন-
ক. ম্যানোএল দ্য আসসুম্পস্‌সাঁও
খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. সুকুমার সেন
ঘ. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ **উত্তর:** ক

১০. Vocabolario em idioma Bengalla,e Potuguez dividido em duas partes বইটি মুদ্রিত হয় কোন হরফে?
ক. রোমান খ. ল্যাটিন
গ. পর্তুগিজ ঘ. তাম্র **উত্তর:** ক

১১. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রচিত হয়?
ক. চট্টগ্রাম খ. গাজীপুর
গ. নোয়াখালী ঘ. সিলেট **উত্তর:** খ

১২. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম যে ভাষায় লেখা হয়-
ক. ইংরেজি খ. ফরাসি
গ. সংস্কৃত ঘ. পর্তুগিজ **উত্তর:** ঘ

১৩. কোনটি প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণ?
ক. আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ
খ. A Grammer of the Bengali Language
গ. সরল ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ
ঘ. ব্যাকরণ মঞ্জরী **উত্তর:** খ

১৪. বাংলা ব্যাকরণ প্রথম রচনা করেন-
ক. এন. বি. হ্যালহেড
খ. উইলিয়াম কেরী
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উত্তর:** ক

১৫. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন?
ক. স্যার উইলিয়াম জোনস্
খ. স্যার উইলিয়াম কেরী
গ. রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
ঘ. ব্রাসি হ্যালহেড **উত্তর:** ঘ

১৬. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী?
ক. মাগধীয় ব্যাকরণ খ. গৌড়ীয় ব্যাকরণ
গ. মাতৃভাষা ব্যাকরণ ঘ. ভাষা ও ব্যাকরণ **উত্তর:** খ

১৭. বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ কে লিখেন?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. ডেভিড হেয়ার
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. উইলিয়াম কেরী **উত্তর:** ক

১৮. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?
ক. ব্যাকরণ কৌমুদী খ. ব্যাকরণ মঞ্জুষা
গ. মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ঘ. অষ্টাধ্যায়ী **উত্তর:** ক

১৯. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই **উত্তর:** খ

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে। যথা– ধ্বনি (Sound), শব্দ (Word), বাক্য (Sentence), এবং অর্থ (Meaning)।

শাখা	আলোচ্য বিষয়
ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)	ধ্বনি উচ্চারণপ্রণালী ও উচ্চারণের স্থান, সন্ধি বা ধ্বনিসংযোগ, ণ-ত্ব বিধি ও ষ-ত্ব বিধি, ধ্বনির পরিবর্তন ও লোপ, ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণের বিন্যাস, বাগযন্ত্র, ধ্বনিদল।
শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)	শব্দ, স্বরূপ, শব্দদ্বৈত, প্রকৃতি-প্রত্যয়, পুরুষ, উপসর্গ, অনুসর্গ, সমাস, বচন, লিঙ্গ, পদ [বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয়, ক্রিয়া, (ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল), ক্রিয়া বিশেষণ, যোজক]।
বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)	বাক্য বা বাক্যবিন্যাস (গঠনপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, বিয়োজন), পদবিন্যাস (পদের স্থান বা ক্রম, পদের রূপ পরিবর্তন), বিরামচিহ্ন, বাচ্য, উক্তি, কারক-বিভক্তি।
অর্থতত্ত্ব (Semantics)	শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ (যেমন- মূখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ ইত্যাদি), বিপরীত শব্দ, সমার্থক শব্দ, শব্দজোড়, বাগধারা।
	ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয়।

অভিধান (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

ব্যাকরণের প্রকারভেদ

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যাকরণকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– (১) বর্ণনাত্মক ব্যাকরণ (২) ঐতিহাসিক ব্যাকরণ (৩) তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং (৪) দার্শনিক-বিচারমূলক ব্যাকরণ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় কয়টি?
ক. ৩টি খ. ২টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি **উত্তর:** গ

২. প্রত্যেক ভাষারই তিনটি মৌলিক অংশ হলো–
ক. ধ্বনি, শব্দ, বাক্য খ. শব্দ, সন্ধি, সমাস
গ. ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ ঘ. অনুসর্গ, উপসর্গ, শব্দ **উত্তর:** ক

৩. কোনটি ভাষার মৌলিক অংশ নয়?
ক. ধ্বনি খ. শব্দ
গ. পদক্রম ঘ. অর্থ **উত্তর:** ঘ

৪. 'Phonology' শব্দের অর্থ কী?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব **উত্তর:** খ

৫. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. পদক্রম ঘ. বাক্য প্রকরণ **উত্তর: খ**

৬. 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব' বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. অভিধানতত্ত্ব ঘ. রূপতত্ত্ব **উত্তর: খ**

৭. 'Morphology' -বঙ্গানুবাদ হল–
ক. রূপতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব **উত্তর: ক**

৮. 'শব্দ' আলোচিত হয় ব্যাকরণের কোন অংশে?
ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. বাক্যতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্বে ঘ. অর্থতত্ত্বে **উত্তর: গ**

৯. রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
ক. প্রতিশব্দ খ. বাগধারা
গ. ক্রিয়াবিশেষণ ঘ. উক্তি **উত্তর: গ**

১০. ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ারকাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. বাগর্থতত্ত্ব **উত্তর: খ**

১১. 'উপসর্গ' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. বাগর্থতত্ত্ব **উত্তর: খ**

১২. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-
ক. ব্যঞ্জনবর্ণে খ. ধ্বনিতত্ত্বে
গ. স্বরবর্ণে ঘ. রূপতত্ত্বে **উত্তর: ঘ**

১৩. 'Syntax' এর সমার্থক বাংলা প্রতিশব্দ হল?
ক. ধ্বনিতত্ত্ব খ. শব্দতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব **উত্তর: গ**

১৪. বাক্যতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক. ভাষা খ. প্রাদিপদিক
গ. পদক্রম ঘ. সাধিত শব্দ **উত্তর: গ**

১৫. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই-
ক. রসতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব ঘ. ক্রিয়ার কাল **উত্তর: গ**

১৬. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. ধ্বনিতত্ত্ব
গ. রূপতত্ত্ব ঘ. অর্থতত্ত্ব **উত্তর: ঘ**

১৭. 'Lexicography' এর বাংলা পারিভাষিক শব্দ কী?
ক. ভাষাতত্ত্ব খ. অভিধানতত্ত্ব
গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. বাক্যতত্ত্ব **উত্তর: খ**

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি : ভাষার মূল উপাদান হচ্ছে ধ্বনি। ধ্বনি ভাষার ক্ষুদ্রতম একক। বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা–
ক) মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা– [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], [উ]। ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।
খ) মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি।

বর্ণ : বর্ণ হচ্ছে ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক, অর্থাৎ ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ (Letter)। ধ্বনির লিখিত প্রতীককে বর্ণ বলে। একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে। 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট।' - এখানে ইট হচ্ছে বর্ণ।

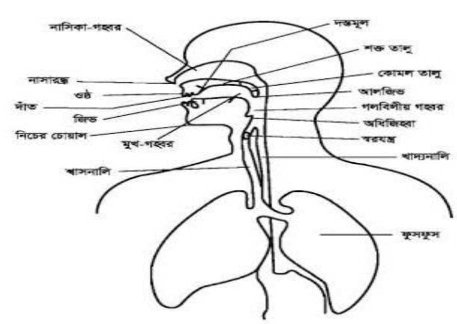

বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

বাগযন্ত্র : ধ্বনি উচ্চারণ করতে যেসব প্রত্যঙ্গ কাজে লাগে, সেগুলোকে একত্রে বাগ্‌যন্ত্র বলে। যেমন– নাক, ঠোঁট, মুখবিবর, কোমল তালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, জিহ্বা, আলজিভ, কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী, গলবিল, স্বরযন্ত্র, ফুসফুস, মধ্যচ্ছদা ইত্যাদি।

- ফুসফুস থেকে তৈরি বাতাস মুখবিবর ও নাসারন্ধ্র দিয়ে বের হয়।
- স্বরযন্ত্র মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন করে।
- অধিজিহ্বা, স্বররন্ধ্র, ধ্বনিদ্বার স্বরযন্ত্রের অংশ।
- বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'Phonology' এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ক. ভাষাতত্ত্ব খ. দর্শনতত্ত্ব
গ. ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান ঘ. রূপতত্ত্ব **উত্তর: গ**

২. 'Phoneme' শব্দের অর্থ-
ক. শব্দমূল খ. নাম প্রকৃতি
গ. রূপ ঘ. ধ্বনিমূল **উত্তর: ঘ**

৩. বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কত?
ক. ৭টি খ. ১১টি
গ. ৯টি ঘ. ১৩টি **উত্তর: ক**

৪. ধ্বনিবিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বর ধ্বনির তালিকায় যে নতুন মূল ধ্বনিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটি–
ক. অ্যা ধ্বনি খ. ও ধ্বনি
গ. য় ধ্বনি ঘ. উ ধ্বনি **উত্তর: ক**

৫. মূল স্বরধ্বনি কোনটি?
ক. অ খ. ক
গ. চ ঘ. ত **উত্তর:** ক

৬. কোনগুলো মৌলিক স্বরধ্বনি?
ক. ও, ঔ খ. এ, ঐ
গ. ই, অ্যা ঘ. আ, ঋ **উত্তর:** গ

৭. কোনটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
ক. অ খ. এ
গ. ঔ ঘ. উ **উত্তর:** গ

৮. একটি ধ্বনিতে কয়টি 'প্রতীক' ব্যবহৃত হয়?
ক. দুইটি খ. একটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি **উত্তর:** খ

৯. বর্ণ হচ্ছে-
ক. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ. একসঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ. ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ. ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ **উত্তর:** গ

১০. ধ্বনির লিখিত রূপকে কী বলা হয়?
ক. ধ্বনি খ. পদ
গ. ফলা ঘ. বর্ণ **উত্তর:** ঘ

১১. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট।' এই ইটকে বাংলা ভাষায় কী বলে?
ক. বর্ণ খ. কথা
গ. বাক্য ঘ. ব্যাকরণ **উত্তর:** ক

১২. ধ্বনি উচ্চারণে মানব শরীরের যেসব প্রত্যঙ্গ জড়িত সেগুলোকে একত্রে কী বলে?
ক. গলনালি খ. বাগযন্ত্র
গ. স্বরযন্ত্র ঘ. শ্বাসনালী **উত্তর:** খ

১৩. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি?
ক. স্বরযন্ত্র খ. ফুসফুস
গ. দাঁত ঘ. উপরের সবকটি **উত্তর:** ঘ

১৪. বাগযন্ত্রের অংশ নয়-
ক. দাঁত খ. তালু
গ. কান ঘ. নাক **উত্তর:** গ

১৫. কোনটি বাগযন্ত্র নয়?
ক. ওষ্ঠ্য খ. করোটি
গ. জিভ ঘ. দাঁত **উত্তর:** খ

স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণ

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের মধ্যে কোনোভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে স্বরবর্ণ বলা হয়। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণ ১১টি। যথা– অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

দ্বিস্বরধ্বনি : পূর্ণস্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। দ্বিস্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষরও বলা হয়। যেমন– 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ̯] অর্ধ স্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ̯] তৈরি হয়েছে। অ + ই = আই (বই), অ + এ = অয় (ভয়) আ + এ = আয় (খায়), ই + এ = ইয়ে (বিয়ে), ও + আ = ওয়া (মোয়া), প্রভৃতি। বাংলা যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫টি। বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে : ঐ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)। অন্য যৌগিক স্বরের প্রতীক স্বরূপ কোনো বর্ণ নেই।

অর্ধ স্বরধ্বনি (Semi Vowel) : যে সব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না, তাকে অর্ধ-স্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষার অর্ধস্বরধ্বনি চারটি : [ই̯], [উ̯], [এ̯], এবং [ও̯]। উদাহরণ- মই, ঢেউ, যায় এবং যাও। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না।

অণুনাসিক স্বরধ্বনি : [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ] [উঁ]। স্বরধ্বনির অণুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

উচ্চারণের কাল-পরিমাণ অনুযায়ী, স্বরধ্বনিকে দুই ভাবে ভাগ করা হয়। যথা–

- হ্রস্ব স্বর (৪টি) : অ, ই, উ, ঋ।
- দীর্ঘ স্বর (৭টি) : আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী স্বরবর্ণগুলোর শ্রেণিবিভাগ–

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী নাম	স্বরবর্ণ
কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	অ, আ
তালব্য বর্ণ	ই, ঈ
মূর্ধন্য বর্ণ	ঋ
ওষ্ঠ্য বর্ণ	উ, ঊ
কণ্ঠতালব্য বর্ণ	এ, ঐ
কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ	ও, ঔ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি একটি স্বরবর্ণ?
ক. ক খ. ঙ
গ. এ ঘ. চ **উত্তর:** গ

২. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত?
ক. উষ্ম বর্ণ খ. স্বরবর্ণ
গ. ব্যঞ্জন বর্ণ ঘ. ঘোষ বর্ণ **উত্তর:** খ

৩. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্ব স্বর আছে?
ক. ৫টি খ. ৪টি
গ. ৭টি ঘ. ৬টি **উত্তর:** খ

৪. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি দীর্ঘস্বর আছে?
ক. ৭টি খ. ৯টি
গ. ৬টি ঘ. ৫টি **উত্তর:** ক

৫. নিচের কোনটি হ্রস্বস্বর বর্ণ নয়?
ক. অ খ. আ
গ. ই ঘ. উ **উত্তর:** খ

৬. একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কি বলে?
ক. মৌলিক স্বরধ্বনি খ. সমধ্বনি
গ. মূলধ্বনি ঘ. যৌগিক স্বরধ্বনি **উত্তর:** ঘ

৭. পূর্ণস্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে মিলে হয়?
ক. স্বরধ্বনি খ. মৌলিক স্বরধ্বনি
গ. অল্প স্বরধ্বনি ঘ. দ্বিস্বরধ্বনি উত্তর: ঘ

৮. বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি সংখ্যা কোনটি?
ক. ২৪টি খ. ২৫টি
গ. ২৭টি ঘ. ২৩টি উত্তর: খ

৯. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরবর্ণ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি উত্তর: ক

১০. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ কী কী?
ক. ই এবং উ খ. অ এবং এ
গ. ঐ এবং ঔ ঘ. আ এবং ও উত্তর: গ

১১. কোন দু'টি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
ক. অ এবং ই খ. এ এবং ই
গ. ও এবং ই ঘ. উ এবং ই উত্তর: গ

১২. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?
ক. যৌগিক স্বরধ্বনি খ. তালব্য স্বরধ্বনি
গ. মিলিত স্বরধ্বনি ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: ক

১৩. নিচের কোনটি দ্বিস্বর ধ্বনি?
ক. বিবি খ. বিরি
গ. রদ ঘ. ইয়ে উত্তর: ঘ

১৪. নিচের কোনটি দ্বিস্বর ধ্বনি?
ক. আয় খ. আম
গ. ঝুপ ঘ. লিলি উত্তর: ক

১৫. কোন শব্দের দ্বিস্বরধ্বনি রয়েছে?
ক. লাউ খ. দিন
গ. বলি ঘ. ইতি উত্তর: ক

১৬. নিচের কোনটি অর্ধ-স্বরধ্বনি?
ক. এ খ. ঐ
গ. ও ঘ. ঔ উত্তর: গ

১৭. 'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?
ক. হ্রস্বস্বর খ. অর্ধস্বর
গ. দ্বিস্বর ঘ. ভগ্নস্বর উত্তর: খ

১৮. 'ভয়', 'মোয়া'- শব্দদ্বয়ে ধ্বনিরীতির ব্যবহার হলো-
ক. হ্রস্বস্বর খ. দীর্ঘস্বর
গ. যৌগিক স্বর ঘ. মৌলিক স্বর উত্তর: গ

১৯. কোন ধ্বনির উপরে চন্দ্রবিন্দু বসলে উচ্চারণ অনুনাসিক হয়?
ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যঞ্জনধ্বনি
গ. স্বরধ্বনি ঘ. দন্ত্য-ন উত্তর: ক

২০. 'চন্দ্রবিন্দু' আসলে পরিবর্তিত রূপ-
ক. ঘর্ষণ বর্ণের খ. বর্গীয় বর্ণের
গ. অনুনাসিক ধ্বনির ঘ. সর্বনামের উত্তর: গ

২১. 'অ'-এর উচ্চারণ স্থান হলো-
ক. দন্ত্য খ. তালব্য
গ. কণ্ঠ্য ঘ. নাসিক্য উত্তর: গ

২২. তালব্য বর্ণ কোন গুলো?
ক. এ, ঐ খ. ই, ঈ
গ. উ, ঊ ঘ. ও, ঔ উত্তর: খ

ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ

যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়।

বাংলা বর্ণমালায় মোট ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণি বিভাগ

উচ্চারণের স্থান ও প্রকৃতি এবং ধ্বনির কম্পন ও বায়ুপ্রবাহ বিবেচনায় ব্যঞ্জনধ্বনিকে অন্তত চার ধরনের ভাগ করা যায়। যথা−

১। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভাজন
২। উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন
৩। ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন
৪। ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভাজন

স্পৃষ্ট বা বর্গীয় ব্যঞ্জন : যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাকপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ব্যঞ্জন বলে। স্পর্শধ্বনি ২০টি।

অনুনাসিক বা নাসিক্য ব্যঞ্জন : [ঙ] [ঞ] [ণ] [ন] [ম]- এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় নাসিক্য ধ্বনি এবং প্রতীকী বর্ণগুলোকে বলা হয় নাসিক্য বর্ণ।

ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনি পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। পাঁচটি বর্গের প্রথম চারটি করে ধ্বনি বাংলা ভাষা স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ধ্বনি। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সবগুলো ধ্বনিকে বলা হয় ওই বর্গীয় ধ্বনি। উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী স্পৃষ্ট ধ্বনিগুলোকে এভাবে দেখানো যায়-

বর্গ	স্পৃষ্ট বা স্পর্শ ব্যঞ্জন (২০টি)		নাসিক্য (৫টি)
ক বর্গ	কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয়	ক খ গ ঘ	ঙ
চ বর্গ	তালু বা তালব্য	চ ছ জ ঝ	ঞ
ট বর্গ	মূর্ধা বা মূর্ধন্য বা প্রতিবেষ্টিত	ট ঠ ড ঢ	ণ
ত বর্গ	দন্ত্য	ত থ দ ধ	ন
প বর্গ	ওষ্ঠ	প ফ ব ভ	ম

ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

অল্পপ্রাণ ধ্বনি (Unaspirated) : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসে চাপের স্বল্পতা থাকে, তাকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন- ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি (Aspirated) : যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের চাপের আধিক্য থাকে, তাকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন− খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি। বর্গের ১ম, ৩য় ও ৫ম ধ্বনি অল্পপ্রাণ এবং ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি মহাপ্রাণ।

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ, ষ, স			হ	

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণ কয়টি?**
ক. ৩৫টি খ. ৩৭টি
গ. ৩৯টি ঘ. ৪১টি **উত্তর: গ**

২. **বাংলা বর্ণমালায় কয়টি 'ব' আছে?**
ক. ১ খ. ২
গ. ৩ ঘ. ৪ **উত্তর: ক**

৩. **বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কয়টি?**
ক. ২৩টি খ. ২৪টি
গ. ২৫টি ঘ. ২৬টি **উত্তর: গ**

৪. **কোনগুলি স্পর্শধ্বনি?**
ক. অ - ঢ খ. চ - শ
গ. ক - ম ঘ. ট - য় **উত্তর: গ**

৫. **উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো কত ভাগে বিভক্ত?**
ক. ৫ ভাগে খ. ৬ ভাগে
গ. ৭ ভাগে ঘ. ৮ ভাগে **উত্তর: গ**

৬. **বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে?**
ক. তিন খ. চার
গ. পাঁচ ঘ. ছয় **উত্তর: গ**

৭. **বাংলা ভাষায় বর্গীয় বর্ণ কয়টি?**
ক. ২৫টি খ. ৩৯টি
গ. ২৫৬টি ঘ. ৪৯টি **উত্তর: ক**

৮. **'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত মোট ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা কত?**
ক. ২৫টি খ. ২৬টি
গ. ২৭টি ঘ. ২৮টি **উত্তর: ঘ**

৯. **ক থেকে ঙ পর্যন্ত পাঁচটি ধ্বনি হচ্ছে-**
ক. কণ্ঠধ্বনি খ. তালব্য ধ্বনি
গ. কর্কশ ধ্বনি ঘ. ঘোষ ধ্বনি **উত্তর: ক**

১০. **কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি-**
ক. ক খ. ঙ
গ. হ ঘ. ঝ **উত্তর: ক**

১১. **'ক' বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?**
ক. জিহ্বামূল খ. অগ্রতালু
গ. পশ্চাৎদন্তমূল ঘ. অগ্রদন্তমূল **উত্তর: ক**

১২. **কোনটি কণ্ঠধ্বনি নয়?**
ক. ক খ. খ
গ. গ ঘ. প **উত্তর: ঘ**

১৩. **কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণের সময়ে-**
ক. স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস তালুতে চাপ খায়
খ. স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস কোমল তালুতে চাপ খায়
গ. স্বরযন্ত্র থেকে বাতাস নাসারন্ধ্রে চাপ খায়
ঘ. স্বরযন্ত্র থেকে কম্পিত বাতাস দন্তমূলে চাপ খায় **উত্তর: খ**

১৪. **উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী 'চ' বর্গের বর্ণসমূহ কোন ধরনের বর্ণ?**
ক. তালব্য বর্ণ খ. দন্ত্য বর্ণ
গ. ওষ্ঠ্য বর্ণ ঘ. কণ্ঠ্য বর্ণ **উত্তর: ক**

১৫. **'ট' বর্গের বর্ণ হিসেবে নাম কী?**
ক. মূর্ধন্য বর্ণ খ. দন্ত্য বর্ণ
গ. তালব্য বর্ণ ঘ. জিহ্বামূলীয় বর্ণ **উত্তর: ক**

১৬. **র, ন, ল এ তিনটি ধ্বনির উচ্চারণ স্থান কোথায়?**
ক. ওষ্ঠ খ. জিহ্বামূল
গ. অগ্রতালু ঘ. অগ্র দন্তমূল **উত্তর: ঘ**

১৭. **জিবের ডগা আর উপর-পাটি দাঁতের সংস্পর্শে উচ্চারিত হয়-**
ক. গ, ঘ খ. জ, ঝ
গ. ট, ঠ ঘ. ত, থ **উত্তর: ঘ**

১৮. **ন, স-**
ক. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনবর্ণ খ. দন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণ
গ. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনবর্ণ ঘ. কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনবর্ণ **উত্তর: গ**

১৯. **উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে প-বর্গের বর্ণগুলো কী নামে পরিচিত?**
ক. কণ্ঠবর্ণ খ. তালব্যবর্ণ
গ. দন্ত্যবর্ণ ঘ. ওষ্ঠ্যবর্ণ **উত্তর: ঘ**

২০. **বাংলা বাষায় ওষ্ঠ্যব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা কত?**
ক. ৪টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৫টি **উত্তর: ঘ**

২১. **কোনগুলি ওষ্ঠ্যধ্বনি?**
ক. চ ছ জ ঝ খ. ত থ দ ধ
গ. প ফ ব ভ ঘ. য র ল ব **উত্তর: গ**

২২. **'ম' বর্ণ উচ্চারিত হয়-**
ক. তালু থেকে খ. দন্ত থেকে
গ. মূর্ধা থেকে ঘ. ওষ্ঠ্য থেকে **উত্তর: ঘ**

২৩. **বাঙালি শিশু কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?**
ক. চ বর্গ খ. ট বর্গ
গ. ত বর্গ ঘ. প বর্গ **উত্তর: ঘ**

২৪. **বাংলা বর্ণমালায়, ঢ, ড়, ঢ়- এ তিনটির উচ্চারণস্থান কোনটি?**
ক. ওষ্ঠ খ. পশ্চাৎ দন্তমূল
গ. অগ্রতালু ঘ. অগ্রদন্তমূল **উত্তর: খ**

২৫. **কোনগুলো বর্গীয় বর্ণ নয়?**
ক. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ খ. ত, থ, দ, ধ, ন
গ. ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ঘ. য, র, ল, শ, ষ **উত্তর: ঘ**

২৬. **বাতাসে কোনো রকম বাধা ছাড়া একই সঙ্গে মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে উচ্চারিত বাগধ্বনিগুলিকে কী বলে?**
ক. নাসিক্য ধ্বনি খ. মৌখিক ধ্বনি
গ. অনুনাসিক ধ্বনি ঘ. স্পৃষ্ট ধ্বনি **উত্তর: ক, গ**

২৭. **বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?**
ক. দুটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি **উত্তর: ঘ**

২৮. **বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনিটি-**
ক. ঘোষ ধ্বনি খ. অঘোষ ধ্বনি
গ. মহাপ্রাণ ধ্বনি ঘ. নাসিক্য ধ্বনি **উত্তর: ঘ**

২৯. **'নাসিক্য' বর্ণ কোনগুলো?**
ক. অ, ঋ, ব খ. ঙ, ঞ, ণ
গ. উ, ঊ, য় ঘ. শ, স, ষ **উত্তর: খ**

৩০. **ঠোঁট ও নাকের ছিদ্রের সাহায্যে উচ্চারিত হয় কোন ধ্বনিটি?**
ক. ম খ. ং
গ. চ ঘ. ঙ **উত্তর: ক**

Biddabari your success benchmark

৩১. তালব্য ও নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক. ঙ খ. ঞ
গ. গ ঘ. ম উত্তর: খ

৩২. নিচের কোনগুলো পরাশ্রয়ী বর্ণ?
ক. ঙ, ঞ খ. ং, ঃ
গ. শ, ষ ঘ. র, ঢ় উত্তর: খ

৩৩. বাংলা ব্যকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
ক. আম্র, বৃহৎ, মিঞা খ. আয়না, হরিণ, ঋণ
গ. রং, চাঁদ, দুঃখ ঘ. শিউলি, উচিত, বৃষ উত্তর: গ

৩৪. বাংলা ভাষায় উষ্মবর্ণ মোট কয়টি?
ক. দুইটি খ. তিনটি
গ. চারটি ঘ. পাঁচটি উত্তর: খ

৩৫. কোনগুলো শিশ্ ধ্বনি?
ক. ঙ, ঞ, ন খ. শ, স, ষ
গ. প, ফ, ভ ঘ. য, র, ল উত্তর: খ

৩৬. কোনটি কম্পনজাত ধ্বনি?
ক. ল খ. ব
গ. ঢ় ঘ. র উত্তর: ঘ

৩৭. 'ল'-এর উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক. দন্ত্যমূল খ. জিহ্বামূল
গ. ওষ্ঠ্য ঘ. তালু উত্তর: ক

৩৮. ড় এবং ঢ় ধ্বনি দুটি কী ধ্বনি?
ক. ঘোষ খ. তাড়নজাত
গ. অল্পপ্রাণ ঘ. শিস উত্তর: খ

৩৯. 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
ক. খ খ. ত
গ. দ ঘ. ধ উত্তর: খ

৪০. য, র, ল-এগুলো কোন ধরনের বর্ণ?
ক. ঘোষ বর্ণ খ. অন্তঃস্থ বর্ণ
গ. অঘোষ বর্ণ ঘ. উষ্ম বর্ণ উত্তর: খ

৪১. যে বর্ণ উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কাঁপে না, তাকে বলে-
ক. ঘোষ বর্ণ খ. অঘোষ বর্ণ
গ. অল্পপ্রাণ বর্ণ ঘ. মহাপ্রাণ বর্ণ উত্তর: খ

৪২. কোন প্রকার ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীর প্রয়োজন হয়?
ক. মহাপ্রাণ ধ্বনি খ. ঘোষ ধ্বনি
গ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. অঘোষ ধ্বনি উত্তর: খ

৪৩. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি?
ক. তৃতীয় বর্ণ খ. দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ. প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ. দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ উত্তর: খ

৪৪. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
ক. চ ছ খ. ড ঢ
গ. ব ভ ঘ. দ ধ উত্তর: ক

৪৫. কোনটি ঘোষ বর্ণ?
ক. চ খ. ছ
গ. জ ঘ. প উত্তর: গ

৪৬. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ভ খ. ঠ
গ. ফ ঘ. চ উত্তর: ঘ

৪৭. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক. ভ খ. ঠ
গ. ফ ঘ. চ উত্তর: ঘ

৪৮. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?
ক. ব খ. ট
গ. ঝ ঘ. খ উত্তর: গ

বর্ণমালা

বর্ণমালা (Alphabet): যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশ (৫০)টি বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগার (১১)টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশ (৩৯)টি। আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণ রূপ ব্যবহৃত হয়।

* মৌলিক স্বরধ্বনি— ৭টি।
* মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি— ৩০টি।

স্বরবর্ণ- অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।

ব্যঞ্জনবর্ণ- ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ।

মাত্রাহীন বর্ণ (মোট ১০টি)- এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ।

অর্ধমাত্রার বর্ণ (মোট ৮টি)- ঋ খ গ ণ ত ধ প শ।

পূর্ণ মাত্রার বর্ণ (মোট ৩২টি)- অ আ ই ঈ উ ঊ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক ধ্বনির সংখ্যা কয়টি?
ক. ৩৯ খ. ৩৭ গ. ৪২ ঘ. ৪৩ উত্তর: খ

২. বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে?
ক. ৫১ খ. ৫০ গ. ৩৯ ঘ. ৬০ উত্তর: খ

৩. বাংলা বর্ণমালাকে মোট কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৪ গ. ৩ ঘ. ৫ উত্তর: ক

৪. যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি-
ক. ঈ উ ঊ ঋ খ. র ল ব ষ
গ. ফ ব ভ ম ঘ. ঙ চ ছ জ উত্তর: খ

৫. বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী 'বর্ণ' কয় প্রকার ও কী কী?
ক. স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ খ. প্রতীকী বর্ণ ও সাংকেতিক বর্ণ
গ. ব্যঞ্জন বর্ণ ও অসংযুক্ত বর্ণ ঘ. পূর্ববর্তী বর্ণ ও উত্তর বর্ণ উত্তর: ক

৬. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক. ৬টি খ. ৭টি গ. ৯টি ঘ. ১০টি উত্তর: ক

৭. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৯টি গ. ১০টি ঘ. ৮টি উত্তর: ঘ

৮. স্বরবর্ণে পূর্ণমাত্রা বিশিষ্ট বর্ণ কয়টি?
ক. ছয়টি খ. পাঁচটি
গ. চারটি ঘ. সাতটি উত্তর: ক

৯. স্বরবর্ণে মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
ক. ৭টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ১১টি উত্তর: গ

যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক থেকে যুক্তবর্ণ দুই রকম। যথা- স্বচ্ছ এবং অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্ত বর্ণ : জ্জ = জ্ + জ = (উজ্জীবন), ণ্ট = ণ্ + ট (কণ্টক), ণ্ + ঠ (কণ্ঠ) প্রভৃতি।

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ : ক্ত = ক্ + ত = (রক্ত, শক্ত), ক্ষ = ক্ + ষ (পক্ষ, রক্ষা), ক্ষ্ম = ক্ + ষ + ম (লক্ষ্মণ), জ্ঞ = জ + ঞ (জ্ঞান, বিজ্ঞান), ঞ্জ = ঞ্ + জ (অঞ্জনা, গঞ্জ) হ্ম = হ্ + ম (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রভৃতি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়?
ক. ফলা খ. ধ্বনি
গ. কার ঘ. স্বর উত্তর: গ

২. 'কার' কী?
ক. স্বরধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ খ. ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ
গ. স্বরধ্বনির ধ্বনিচিহ্ন ঘ. ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিচিহ্ন উত্তর: ক

৩. বাংলা ভাষায় কার কয়টি?
ক. ৮টি খ. ১০টি
গ. ২০টি ঘ. ২৫টি উত্তর: খ

৪. কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ নেই?
ক. ঈ খ. অ
গ. উ ঘ. ঐ উত্তর: খ

৫. ব্যঞ্জন বর্ণের বিকল্প রূপের নাম-
ক. কারবর্ণ খ. অনুবর্ণ
গ. ফলা ঘ. রেফ উত্তর: খ

৬. ব্যঞ্জন বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হয়?
ক. ফল খ. ফলা
গ. ফলাই ঘ. অক্ষর উত্তর: খ

৭. ফলাযুক্ত শব্দ কোনটি?
ক. পল্লব খ. শক্ত
গ. লিপ্সা ঘ. কর্জ উত্তর: ক

৮. 'ক্ষ' এর বিশ্লিষ্ট রূপ-
ক. ক + ষ খ. ক + খ + গ
গ. ক + ষ + ম ঘ. হ্ + ম উত্তর: ঘ

৯. নিচের কোনটি একটি যুক্তাক্ষর?
ক. ঐ খ. ই গ. ঔ ঘ. ষ্ণ উত্তর: ঘ

১০. 'উষ্ণ' শব্দের 'ষ্ণ' যুক্তাক্ষরের বিশিষ্ট রূপ-
ক. ষ্ + ঞ খ. ষ্ + ম
গ. ষ্ + ণ ঘ. ষ্ + ন উত্তর: গ

১১. নিচের কোন বানানে মূর্ধন্য 'ণ'- এর ব্যবহার হয়েছে?
ক. মধ্যাহ্ন খ. বিপন্ন
গ. তৃষ্ণা ঘ. রত্ন উত্তর: গ

১২. 'কৃষ্ণ' শব্দটিতে কোন কোন বর্ণ আছে?
ক. ক + র + ষ + ঞ খ. ক + ঋ + ষ + ণ
গ. ক + ড় + ষ + ন ঘ. ক + ঢ় + ষ + ঞ উত্তর: খ

১৩. যথাক্রমে ষ্ণ এবং হ্ন -এর বিশিস্ট রূপ দেখান।
ক. ষ + ঞ, হ + ণ খ. ষ + ন, হ + ণ
গ. ষ্ + ণ, হ্ + ন ঘ. ষ + ন, হ + ন উত্তর: গ

১৪. 'পূর্বাহ্ণ' বানানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে-
ক. হ্ + ন খ. হ্ + ণ
গ. হ্ + ঞ ঘ. হ্ + ম উত্তর: খ

১৫. বাংলা বর্ণমালায় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?
ক. ৪৭টি খ. ৪৮টি
গ. ৪৯টি ঘ. ৫০টি উত্তর: ঘ

১৬. বাংলা অভিধানে 'ক্ষ' এর অবস্থান কোথায়?
ক. খ-বর্ণের পরে খ. ক-বর্ণের অন্তর্গত ভুক্তি হিসেবে
গ. হ-বর্ণের পরে ঘ. ষ-বর্ণের পরে উত্তর: খ

১৭. 'পক্ষী' শব্দের সংযুক্ত বর্ন কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক. ক + খ খ. য + ন
গ. ষ + ঞ ঘ. ক + ষ উত্তর: ঘ

১৮. 'ক্ষ্ম; এর বিশ্লিষ্ট রূপ-
ক. ক্ষ্ম + ম খ. খ + ম + হ
গ. ক্ + ষ্ + ম ঘ. ক্ + ষ + ম উত্তর: ঘ

১৯. 'তীক্ষ্ণ' শব্দের যুক্তব্যঞ্জনের সঠিক বিশ্লেষণ কোনটি?
ক. ক + ষ্ + ণ খ. ক্ + ষ + ন
গ. ক্ + ষ্ + ম ঘ. ক্ + হ্ + ণ উত্তর: খ

২০. 'ব্ধ' যুক্ত বর্নটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
ক. ধ্ + ব খ. ব্ + দ
গ. দ্ + ধ ঘ. ব্ + ধ উত্তর: ঘ

২১. 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে কোন ২ বর্ণ রয়েছে?
ক. দ + ব খ. দ + দ
গ. দ + ত ঘ. দ্ + ধ উত্তর: ঘ

২২. 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণের মিলণে গঠিত হয়?
ক. গ + ঞ খ. ঞ + জ
গ. ঞ + চ ঘ. জ্ + ঞ উত্তর: ঘ

২৩. 'ঞ্জ' যুক্তবর্ণটির মধ্যে রয়েছে-
ক. ঞ্ + জ খ. জ + ঞ
গ. ন + জ ঘ. ঞ + ন উত্তর: ক

২৪. 'ঞ্চ' যুক্ত বর্ণটির স্বরূপ কী?
ক. ঞ্ + চ খ. ঞ + চ
গ. ঞ + ধ ঘ. ঞ + জ উত্তর: ক

২৫. কোন কোন বর্ণের যুক্তরূপ 'ক্স'?
ক. ক ও ক খ. ক ও্
গ. ক ও স ঘ. ক ও ণ উত্তর: গ

২৬. হৃ, রু, ঞ্ছ এর বিশিষ্ট রূপ-
ক. হ + ঊ, র + হ, হ + ন
খ. হ্ + ঋ, র্ + উ, ঞ্ + ছ
গ. হ + ঋ, র + ঋ, ণ + ছ
ঘ. হ + উ, র + উ, ঞ + ছ উত্তর: খ

২৭. 'ত্থ' সংযুক্ত বর্ণটিতে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?
ক. ল + ত খ. ল + থ
গ. ত + থ ঘ. থ + ত উত্তর: গ

Biddabari your success benchmark

২৮. 'ন্থ' যুক্তবর্ণের কী কী যুক্তবর্ণ আছে?
ক. ষ + থ খ. হ + থ
গ. স + থ ঘ. স + ত উত্তর: গ

২৯. 'হৃদয়' শব্দে 'হ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে-
ক. ঋ-কার খ. উ-কার
গ. ঊ-কার ঘ. ও-কার উত্তর: ক

৩০. 'মনু' শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায়-
ক. ম্ + নু খ. মন + উ
গ. ম্ + অ + নু ঘ. ম্ + অ + ন্ + উ উত্তর: ঘ

৩১. 'লাঞ্ছনা' এই বানান ভাগ করলে হয়?
ক. লা + ন + চ + না খ. লা + ন + ছ + না
গ. লা + ঞ + ছ + না ঘ. লা + ঞ + চ + না উত্তর: গ

৩২. নিচে বাংলা ব্যঞ্জনে ভুলভাবে যুক্ত হয়েছে-
ক. ক্ষ - ক + ষ খ. হ্ম - হ + ম
গ. ত্ম - ত + ন ঘ. জ্ঞ - জ + ঞ উত্তর: গ

৩৩. চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ক. ঙ খ. ঞ
গ. ন ঘ. ণ উত্তর: খ

ধ্বনির পরিবর্তন

ধ্বনি পরিবর্তন:

দ্রুত বা অসাবধানে কথা বলার সময় পাশাপাশি ধ্বনি একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শব্দের আদি, অন্ত্য, মধ্য ধ্বনির পরিবর্তন, আগমন, লোপ সাধিত হয়, একেই ধ্বনি পরিবর্তন বলে।

ধ্বনি পরিবর্তন যতভাবে সাধিত হয়:

নানাভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। তবে প্রধানত চারভাবে ধ্বনি পরিবর্তন হতে পারে। যেমন-
(১) ভৌগোলিক কারণে;
(২) উচ্চারণের দ্রুততার কারণে;
(৩) বাক্যের অসাবধানতার কারণে;
(৪) কথা বলতে সহজতর কারণে।

ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার সূতিকাগার জার্মানি। এখানে ধ্বনি পরিবর্তন নিয়ে ভাষা বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

আদি স্বরাগম (Prothesis):

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোনো কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে।

যেমন– স্কুল > ইস্কুল, স্টেশন > ইস্টিশন, স্তাবল > আস্তাবল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

মধ্যস্বরাগম/বিপ্রকর্ষ/স্বরভক্তি (Anaptyxis):

মাঝে মাঝে উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে বলে মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

যেমন– রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম, প্রীতি > পিরীতি, গ্রাম > গেরাম, শ্লোক > শোলক, প্রেক > পেরেক।

অন্ত্যস্বরাগম (Apothesis):

কোনো কোনো সময় শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে, এরূপ স্বরাগমকে বলা হয় অন্ত্যস্বরাগম।

যেমন– দিশ্ > দিশা, পোখত > পোক্ত, বেঞ্চ > বেঞ্চি, সত্য > সত্যি।

অপিনিহিতি (Apenthesis):

পরের ই কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির আগে ই কার বা উ কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন– আজি > আইজ, বাজি > বাইজ, দেখিয়া > দেইখ্যা, সাধু > সাউধ, আশু > আউশ, বাক্য > বাইক্য, সত্য > সইত্য, চারি > চাইর, মারি > মাইর, কালি > কাইল।

অভিশ্রুতি (Umlaut, জার্মান ভাষা থেকে এসেছে):

অপিনিহিতি শব্দের স্বরধ্বনিগুলো পরিবর্তন হয়ে যদি শব্দটি নতুন রূপ ধারণ করে, তবে তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন– শুনিয়া > শুইন্যা > শুনে, বলিয়া > বইল্যা > বলে, হাটুয়া > হাউটা > হেটো, মাছুয়া > মাউছা > মেছো, আজি > আইজ > আজ, আসিয়া > আইস্যা > এসে।

অসমীকরণ (Dissimilation):

একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে যখন স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তখন তাকে অসমীকরণ বলে।

যেমন– টপ্‌টপ্ > টপাটপ, ধপ্‌ধপ্ > ধপাধপ, ফট্‌ফট্ > ফটাফট, চট্‌চট্ > চটাচট।

স্বরসঙ্গতি (Vowel harmony):

একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন– দেশি > দিশি, বিলাতি>বিলিতি।

স্বরসঙ্গতি চার প্রকার–

১. প্রগত ২. পরাগত ৩. মধ্যগত ৪. অন্যান্য।

[অপ্রধান ১ প্রকার– চলিত বাংলা স্বরসঙ্গতি। যেমন– ইচ্ছা > ইচ্ছে]

প্রগত স্বরসঙ্গতি (Progressive):

আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন– মুলা > মুলো, তুলা > তুলো, ধুলা > ধুলো।

পরাগত স্বরসঙ্গতি (Regresssive):

অন্ত্যস্বরের কারণে আদ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন– দেশি > দিশি, আখো > আখুয়া > এখো।

মধ্যগত স্বরসঙ্গতি (Mutual):

আদ্যস্বর ও অন্ত্যস্বর কিংবা অন্ত্যস্বর অনুযায়ী মধ্যস্বর পরিবর্তন হলে তাকে মধ্যগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন– বিলাতি > বিলিতি।

অন্যান্য স্বরসঙ্গতি (Reciprocal):

আদ্য ও অন্ত্য দু স্বরই পরস্পর প্রভাবিত হলে তাকে অন্যান্য স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন– মোজা > মুজো।

সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ (Hapology):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত্য বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির লোপ পাওয়াকে বলা হয় সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ।

যেমন– জানালা > জালনা।

সম্প্রকর্ষ ৩ প্রকার–

১. আদি, ২. মধ্য, ৩. অন্ত্য।

আদি স্বরলোপ (Aphesis):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদিস্বরধ্বনি লোপ পাওয়াকে আদিস্বরলোপ বলে।

যেমন– অলাবু > লাবু > লাউ, অতসী > তিসি, উডুম্বর > ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ (Syncope):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের মধ্যস্বর লোপ পাওয়াকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন– অগুরু > অগ্রু, সুবর্ণ > স্বর্ণ।

অন্ত্যস্বরলোপ (Apocope):

দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের অন্ত্যস্বর লোপ পাওয়াকে অন্ত্যস্বরলোপ বলে।

যেমন– আশা > আশ, আজি > আজ, চারি > চার, সন্ধা > সঞঝা > সাঁঝ।

ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis):

শব্দের মধ্যে দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।

যেমন– বাক্স > বাস্ক, রিক্সা > রিস্কা, পিশাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল, তলোয়ার > তরোয়াল, বারানসি > বেনারসি, মুকুট > মটক।

সমীভবন (Assimilation):

শব্দমধ্যস্থ দুটো ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্পবিস্তার সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।

যেমন– ধর্ম > ধম্ম, গল্প > গপ্প, জন্ম > জম্ম।

সমীভবন ৩ প্রকার– ১. প্রগত ২. পরাগত ৩. অন্যান্য।

প্রগত সমীভবন (Progressive):

পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনির মত হয়, একে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন– চক্র > চক্ক, পক্ব > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ, লগ্ন > লগ্‌গ, গলদা > গল্লা।

পরাগত সমীভবন (Regressive):

যখন পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ধ্বনির পরিবর্তন হয়, তখন একে বলে পরাগত সমীভবন।

যেমন– তৎ + জন্য > তজ্জন্য, তৎ + হিত > তদ্ধিত, উৎ + মুখ > উন্মুখ।

অন্যান্য সমীভবন (Mutual):

যখন পরস্পরের প্রভাবে দুটো ধ্বনিই পরিবর্তন হয় তখন তাকে অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন– সংস্কৃত সত্য > প্রাকৃত সচ্চ, সংস্কৃত বিদ্যা > প্রাকৃত বিজ্জা ইত্যাদি।

বিষমীভবন (Dissivilation):

দুটো সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বিষমীভবন বলে।

যেমন– শরীর > শরীল, লাল > নাল।

দ্বিত্ব ব্যঞ্জন (Long consonant):

কখনো কখনো জোর দেওয়ার জন্য শব্দের অন্তর্গত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। একে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বা ব্যঞ্জন দ্বিত্বতা বলে।

যেমন– পাকা > পাক্কা, সকাল > সক্কাল।

ব্যঞ্জন বিকৃতি:

শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় কোন ব্যঞ্জন পরিবর্তন হয়ে নতুন ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। একে বলে ব্যঞ্জন বিকৃতি।

যেমন– কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা, ধাইমা > দাইমা।

ব্যঞ্জনচ্যুতি/লোপ

পাশাপাশি সম উচ্চারণের দুটো ব্যঞ্জন ধ্বনি থাকলে তার একটি লোপ পায়। এরূপ লোপকে বলা হয় ধ্বনিচ্যুতি বা ব্যঞ্জনচ্যুতি।

যেমন– বউদিদি > বউদি, বড়দাদা > বড়দা।

অন্তর্হতি

পদের মধ্যে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে বলে অন্তর্হতি। যেমন– ফাল্গুন > ফাগুন, ফলাহার > ফলার, আলাহিদা > আলাদা।

র-কার লোপ

আধুনিক চলিত বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে র-কার লোপ পায় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জন দ্বিত্ব হয়। একে র-কার লোপ বলে।

যেমন– তর্ক > তক্ক, করতে > কত্তে, মারল > মাল্ল, করলাম > কল্লাম।

হ-কার লোপ

আধুনিক চলিত ভাষায় অনেক সময় দুই স্বরের মাঝামাঝি হ-কারের লোপ পাওয়াকে হ-কার লোপ বলে।

যেমন– পুরোহিত > **পুরুত, গাহিল** > গাইল, চাহে > চায়, সাধু > সাহু, আল্লাহু > আল্লা, শাহ > শা।

য়-শ্রুতি ও ব-শ্রুতি

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি থাকলে যদি এ দুটো স্বর মিলে একটি দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বর না হয়, তবে এ স্বর দুটোর মধ্যে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একটি ব্যঞ্জন ধ্বনির মত অন্তঃস্থ 'য়' বা অন্তঃস্থ 'ব' উচ্চারিত হয়। এই অপ্রধান ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে বলা হয় য়- শ্রুতি ও ব-শ্রুতি।

যেমন– মা + আমার = মা (য়) মায়ামার। যা আ = যা (ও) য়া = যাওয়া। এরূপ নাওয়া, খাওয়া, নেওয়া ইত্যাদি। য়-শ্রুতি এবং ব-শ্রুতিকে ইংরেজিতে Euphonic glides বলে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ভাষার পরিবর্তন কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক. শব্দের পরিবর্তনের সাথে খ. বাক্যের পরিবর্তনের সাথে
গ. ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে ঘ. পদ পরিবর্তনের সাথে **উত্তর: গ**

২. পর্তুগিজ 'আনানস' বাংলায় 'আনারস'- এটি কী ধরনের পরিবর্তন?
ক. সাদৃশ্য খ. বৈসাদৃশ্য
গ. অর্থগত ঘ. ধ্বনিতাত্ত্বিক **উত্তর: ঘ**

৩. ধ্বনির পরিবর্তন কত প্রকার?
ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার
গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার **উত্তর: খ**

৪. নিচের কোনটি ধ্বনি পরিবর্তনের উদাহরণ নয়?
ক. প্রাতিপাদিক খ. অভিশ্রুতি
গ. অপিনিহিতি ঘ. ধ্বনিবিপর্যয় **উত্তর: ক**

৫. যে রীতিতে 'স্নান' শব্দটি সিনান (স্নান > সিনান) শব্দে পরিণত হয়, তার নাম-
ক. অভিশ্রুতি খ. স্বরাগম
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অভিকর্ষ **উত্তর: খ**

৬. কোনটি স্বরাগমের উদাহরণ?
ক. পিরীতি খ. বিলিতি
গ. বসতি ঘ. উড়নি **উত্তর: ক**

৭. ‘Prothesis’ এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ক. ধ্বনিসংযুক্তি খ. স্বরভক্তি
গ. আদি স্বরাগম ঘ. বিপ্রকর্ষ **উত্তর: গ**

৮. ‘স্কুল’ শব্দটিকে ‘ইস্কুল’ উচ্চারণে ধ্বনির এই পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. আদি স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ
গ. পরাগত ঘ. অপিনিহিত **উত্তর: ক**

৯. কোনটি আদি স্বরাগম?
ক. স্নেহ > সিনেহ খ. রত্ন > রতন
গ. স্ত্রী > ইস্ত্রী ঘ. গ্রাম > গেরাম **উত্তর: গ**

১০. স্বরাগমের উদাহরণ কোনটি?
ক. স্পর্ধা - আস্পর্ধা খ. মাছুয়া - মেছো
গ. নিবানো - নিভানো ঘ. ধোবা - ধোপা **উত্তর: ক**

১১. সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে ভেঙ্গে তার মধ্যে স্বরবর্ণ আনয়নকে কি বলে?
ক. স্বরাগম খ. স্বরভক্তি
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অপিনীহিতি **উত্তর: খ**

১২. ‘মধ্য স্বরাগম’- এর অপর নাম কী?
ক. অসমীকরণ খ. বিপ্রকর্ষ
গ. বিষমীভবন ঘ. সমীভবন **উত্তর: খ**

১৩. সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্বরের আগমনকে কী বলে?
ক. বিপ্রকর্ষ খ. স্বরসঙ্গতি
গ. অভিশ্রুতি ঘ. সমীভবন **উত্তর: ক**

১৪. ‘প্রথম > পরথম’ কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অসমীকরণ খ. অপিনিহিতি
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. স্বরাগম **উত্তর: গ**

১৫. গ্রাম > গেরাম- এখানে কোনটি ঘটেছে?
ক. ব্যঞ্জন বিকৃতি খ. পরাগম
গ. স্বরাগম ঘ. অসমীকরণ **উত্তর: গ**

১৬. কোনটির স্বরভক্তির উদাহরণ?
ক. বিলিতি খ. বউদি
গ. পোক্ত ঘ. পেরেক **উত্তর: ঘ**

১৭. নিচের কোনটিতে মধ্য স্বরাগমের প্রয়োগ হয়েছে?
ক. ফিল্ম > ফিলিম খ. সত্য > সত্যি
গ. গ্লাস > গেলাস ঘ. শিকা > শিকে **উত্তর: ক**

১৮. কোনটি অন্ত্যস্বরাগম?
ক. বাক্য > বাইক্য খ. সত্য > সত্যি
গ. করিয়া > কইর‍্যা ঘ. ধূলা > ধুলো **উত্তর: খ**

১৯. Apenthesis এর অর্থ-
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরাগম
গ. অভিশ্রুতি ঘ. অপিনিহিতি **উত্তর: ঘ**

২০. পরের ‘ই’ কার ও ‘উ’ কার আগেই উচ্চারিত হওয়ার রীতিকে কি বলে?
ক. স্বরাগম খ. বিপ্রকর্ষ
গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি **উত্তর: গ**

২১. কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক. ইস্কুল খ. আইজ
গ. গেলাস ঘ. ধপাধপ **উত্তর: খ**

২২. নিচের কোনটি অপিনিহিতির উদাহারণ?
ক. উড়ুনী খ. রাইত
গ. জালুয়া ঘ. ছাওয়া **উত্তর: খ**

২৩. নিম্নের কোনটি অপিনিহিতির উদাহরণ?
ক. প্রেক > পেরেক খ. সাধু > সাউধ
গ. শিকা > শিকে ঘ. স্কুল > ইস্কুল **উত্তর: খ**

২৪. আশু > আউশ- এটি ধ্বনি পরিবর্তনের কোন নিয়মের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. সমীভবন
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. বর্ণ বিপর্যয় **উত্তর: ক**

২৫. সত্য > সইত্য-ধ্বনির পরিবর্তনে এটি কিসের উদাহরণ?
ক. অপিনিহিতি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. অসমীকরণ **উত্তর: ক**

২৬. একই স্বরের পুনরাবৃত্তি দূর করার জন্য মাঝখানে স্বরধ্বনি যুক্ত হয়, তাকে কি বলে?
ক. সম্প্রকর্ষ খ. পরাগত
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অসমীকরণ **উত্তর: ঘ**

২৭. মিঠা > মিঠে এরূপ পরিবর্তনকে কী বলা হয়?
ক. স্বরসঙ্গতি খ. স্বরভক্তি
গ. ধ্বনি বিপর্যয় ঘ. স্বরলোপ **উত্তর: ক**

২৮. স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?
ক. হইবে > হবে খ. জালিয়া > জাইল্যা > জেলে
গ. দেশি > দিশি ঘ. রাতি > রাইত উত্তর: গ

২৯. আদিস্বর অনুযায়ী অন্ত্যস্বর পরিবর্তিত হলে কোন ধরনের স্বরসঙ্গতি হয়?
ক. পরাগত খ. মধ্যগত
গ. প্রগত ঘ. অন্যোন্য **উত্তর: গ**

৩০. ‘বিলাতি > বিলিতি’ কিসের উদাহরণ?
ক. মধ্য স্বরাগম খ. অপিনিহিত
গ. প্রগত ঘ. মধ্যগত **উত্তর: ঘ**

৩১. মধ্যগত স্বরসঙ্গতির উদাহরণ কোনটি?
ক. জিলাপি খ. মুজো
গ. মেলামেশা ঘ. তুলো **উত্তর: ক**

৩২. দ্রুত উচ্চারণের জন্য শব্দের আদি, অন্ত বা মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে কি বলে?
ক. সমীভবন খ. সম্প্রকর্ষ
গ. স্বরাগম ঘ. স্বরসঙ্গতি **উত্তর: খ**

৩৩. উদ্ধার > উদার > ধার এটি কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অপিনিহিতি খ. সম্প্রকর্ষ
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. অন্তর্হতি **উত্তর: খ**

৩৪. ‘স্বরলোপ’ কোনটির বিপরীত?
ক. সমীভবন খ. অপিনিহিতি
গ. স্বরাগম ঘ. স্বরসঙ্গতি **উত্তর: গ**

৩৫. কোনটিতে মধ্যস্বরলোপ ঘটেছে?
ক. গামছা খ. মশারি
গ. লুঙ্গি ঘ. চাদর **উত্তর: ক**

৩৬. দুটি ধ্বনির পরস্পর স্থান পরিবর্তন করাকে কী বলে?
ক. সমীভবন খ. ধ্বনিবিপর্যয়
গ. স্বরভক্তি ঘ. অভিশ্রুতি **উত্তর: খ**

৩৭. শব্দের মধ্যে দুইটি ব্যঞ্জনের পরস্পর স্থান পরিবর্তণ ঘটলে (যেমন: রিক্সা > রিস্কা), তাকে বলে-
ক. শব্দ বিপর্যয় খ. ধ্বনি বিপর্যয়
গ. বর্ণ বিপর্যয় ঘ. আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট **উত্তর: খ**

৩৮. ধ্বনি বিপর্যয়ের উদাহরণ কোনটি?
ক. আজি → আইজ খ. পিশাচ → পিচাশ
গ. পাকা → পাক্কা ঘ. স্কুল → ইস্কুল উত্তর: খ

৩৯. রিক্সা > রিস্‌কা কিসের উদাহরণ?
ক. ধ্বনি বিপর্যয়ের খ. বিষমীভবনের
গ. বিপ্রকর্ষের ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতির উত্তর: ক

৪০. বাক্‌স > বাস্‌ক হওয়ার রীতিকে বলা হয়-
ক. ধ্বনি বিপর্যয়ের খ. ধ্বনিসাম্য
গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম উত্তর: ক

৪১. বড় দাদা > বড়দা- কী ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. অন্তর্হতি খ. ব্যঞ্জন বিকৃতি
গ. বিষমীভবন ঘ. ব্যঞ্জনচ্যুতি উত্তর: ঘ

৪২. শব্দমধ্যস্থিত দুটো ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তার সমতা লাভ করাকে কী বলা হয়?
ক. সমীভবন খ. অসমীকরণ
গ. বিষমীভবন ঘ. অপিনিহিতি উত্তর: ক

৪৩. 'রান্না' শব্দটি ব্যাকরণের কোন নিয়মে তৈরি?
ক. বর্ণচ্যুতি খ. স্বরলোপ
গ. বর্ণদ্বিত্ব ঘ. সমীভবন উত্তর: ঘ

৪৪. নিচের কোনটি সমীভবন উদাহরণ?
ক. পদ্ম > পদ্দ খ. বিলাতি > বিলিতি
গ. আজি > আইজ ঘ. শুনিয়া > শুনে উত্তর: ক

৪৫. 'গল্প > গপ্প' কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তণ?
ক. স্বরসঙ্গতি খ. বিষমীভবন
গ. অসমীকরণ ঘ. সমীভবন উত্তর: ঘ

৪৬. তৎ + হিত > তদ্ধিত কোন ধ্বনি পরিবর্তন প্রক্রিয়া?
ক. সম্প্রকর্ষ খ. বিষমীভবন
গ. স্বরসঙ্গতি ঘ. সমীভবন উত্তর: ঘ

৪৭. পূর্ব ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী ধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে কী বলে?
ক. পরাগত খ. অন্যোন্য
গ. স্বরলোপ ঘ. প্রগত উত্তর: ঘ

৪৮. দুটি সমবর্ণের একটির পরিবর্তনকে বলা হয়-
ক. অপগত খ. পরাগত
গ. সমীভবন ঘ. বিষমীভবন উত্তর: ঘ

৪৯. শরীর > শরীল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন?
ক. স্বরলোপ খ. বিষমীভবন
গ. অভিশ্রুতি ঘ. বর্ণ বিকৃতি উত্তর: খ

৫০. কোনটি বিষমীভবন-এর উদাহরণ?
ক. অঙ্ক > আঁক খ. লাল > নাল
গ. কাচ > কাঁচ ঘ. পুথি > পুঁথি উত্তর: খ

৫১. বড় > বড্ড- এটি কোন ধরনের পরিবর্তন?
ক. বিষমীভবন খ. সমীভবন
গ. ব্যঞ্জনদ্বিত্ব ঘ. ব্যঞ্জন-বিকৃতি উত্তর: গ

৫২. ফাল্গুন > ফাগুন- ধ্বনি পরিবর্তনের কোন প্রক্রিয়া এখানে কার্যকর হয়েছে?
ক. ধ্বনিবিকার খ. শ্রুতিধ্বনি
গ. অন্তর্হতি ঘ. ধ্বনি বিপর্যয় উত্তর: গ

৫৩. 'ফলাহার' থেকে 'ফলার' শব্দটি হওয়ার কারণ-
ক. ধ্বনি বিপর্যয় খ. বর্ণদ্বিত্ব
গ. বর্ণাগম ঘ. বর্ণলোপ উত্তর: ঘ

৫৪. ফলাহার > ফলার হয়েছে, তাকে বলে-
ক. অন্তর্হতি খ. ব্যঞ্চনচ্যুতি
গ. ব্যঞ্জন বিকৃতি ঘ. বিষমীভবন উত্তর: ক

৫৫. মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে-
ক. অভিকর্ষ খ. অভিশ্রুতি
গ. ক্ষীণায়ন ঘ. বিপ্রকর্ষ উত্তর: গ

Teacher's Work

১. ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা ভাষা বিশ্বের কততম প্রধান ভাষা? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. ষষ্ঠ খ. সপ্তম
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম উত্তর: ক

২. সাধুরীতি ও চলিত রীতির পার্থক্য কোন পদে বেশি?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. সর্বনাম ও বিশেষ্য খ. ক্রিয়া ও সর্বনাম
গ. ক্রিয়া ও অব্যয় ঘ. অব্যয় ও ক্রিয়া উত্তর: খ

৩. বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' বলেছেন–
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. মাওলানা ভাসানী
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ. শেখ হাসিনা উত্তর: ঘ

৪. ধ্বনি হলো– [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)– ২০২২]
ক. দুটি শব্দের মিলন খ. ভাষার ক্ষুদ্রতম অংশ
গ. অর্থবোধক শব্দসমষ্টি ঘ. ভাষায় লিখিত রূপ উত্তর: খ

৫. 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. সাধারণ বিশ্লেষণ খ. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
গ. সাধারণ সংশ্লেষণ ঘ. বিশেষভাবে সংযোজন উত্তর: খ

৬. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রা বর্ণ কয়টি?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ৮ খ. ৯ গ. ৬ ঘ. ৭ উত্তর: ক

৭. ব্যাকরণের কাজ কী? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক নিয়োগ (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা
খ. ভালো বক্তা তৈরি করা
গ. নতুন ভাষা তৈরি করা
ঘ. দ্রুত পড়া ও লেখা শেখানো উত্তর: ক

৮. নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ); ০৫]
ক. ভাষা খ. শব্দ গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য উত্তর: খ

৯. চলিত ভাষাকে জনপ্রিয় করেন-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (সিলেট বিভাগ); ০৭]
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. শামসুর রাহমান ঘ. প্রমথ চৌধুরী উত্তর: ঘ

১০. চলিত বাংলা গদ্যের সার্থক প্রবর্তন কে করেন?
[সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০১]
ক. টেকচাঁদ ঠাকুর খ. বিদ্যাসাগর
গ. বীরবল ঘ. বনফুল উত্তর: গ

১১. 'তৎসম' শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : (দ্বিতীয় পর্যায়ে) : ২২]
ক. চলিত রীতি খ. সাধু রীতি
গ. মিশ্র রীতি ঘ. আঞ্চলিক রীতি **উত্তর: খ**

১২. ব্যুৎপত্তিগতভাবে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলো-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : (দ্বিতীয় পর্যায়) : ২২]
ক. বিশেষভাবে বিভাজন খ. বিশেষভাবে সংযোজন
গ. বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ঘ. বিশেষভাবে বিয়োজন **উত্তর: গ**

১৩. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : (দ্বিতীয় পর্যায়) : ২২]
ক. তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যবহার
খ. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপে
গ. শব্দের কথা ও লেখ্য রূপে
ঘ. বাক্যের সরলতা ও জটিলতায় **উত্তর: খ**

১৪. ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়ম শৃঙ্খলার আবিষ্কারের নামই-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (তৃতীয় পর্যায়) : ২২]
ক. সন্ধি খ. সমাস
গ. উক্তি ঘ. ব্যাকরণ **উত্তর: ঘ**

১৫. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. রূপতত্ত্ব
গ. অর্থতত্ত্ব ঘ. ধ্বনিতত্ত্ব **উত্তর: খ**

১৬. ব্যাকরণের কোন অংশে 'কারক' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?
[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (মিসিসিপি) : ১৩]
ক. ধ্বনিতত্ত্বে খ. অর্থতত্ত্বে
গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. রূপতত্ত্বে **উত্তর: গ**

১৭. 'বাগধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. ভাষাতত্ত্বে খ. ধ্বনিতত্ত্বে
গ. বাক্যতত্ত্বে ঘ. রূপতত্ত্বে **উত্তর:**
ব্যাখ্যা : সঠিক উত্তর- অর্থতত্ত্ব।

১৮. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : (দ্বিতীয় পর্যয়ে) : ২২]
ক. বর্ণ খ. পদ
গ. অক্ষর ঘ. ধ্বনি **উত্তর: ঘ**

১৯. মানবদেহে শব্দ উৎপন্ন করে-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (ঢাকা বিভাগ) : ০৬]
ক. জিহ্বা খ. ঠোঁট
গ. মুখ ঘ. স্বরযন্ত্র **উত্তর: ঘ**

২০. তালব্য বর্ণ কোনগুলি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. ই, জ, ঞ, য় খ. খ, উ, ম, ল
গ. র, ড়, ঢ়, ভ ঘ. স, ও, ঘ, ত **উত্তর: ক**

২১. কোনগুলো দন্ত্যধ্বনি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. ত, থ, দ, ধ, ন খ. প, ফ, ব ভ, ম
গ. ক, খ, গ, ঘ, ঙ ঘ. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ **উত্তর: ক**

২২. উচ্চারণের দিকে 'ল' কোন ধরনের বর্ণ?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ): ০৩]
ক. দন্ত্য বর্ণ খ. তালব্য বর্ণ
গ. স্বর বর্ণ ঘ. ব্যঞ্জন বর্ণ **উত্তর: ক**

২৩. উপরের ও নিচের ঠোঁটের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিগুলোকে কী বলে?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. দন্ত্য ধ্বনি খ. দন্তমূলীয় ধ্বনি
গ. ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঘ. দ্বি-ওষ্ঠ্য ধ্বনি **উত্তর: ঘ**

২৪. যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে মুখ দিয়ে অধিক বাতাস বের হয় ও নিচের চোয়ালের মাংসপেশিতে বেশি চাপ পড়ে সে ব্যঞ্জনগুলোকে বলে-
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চতুর্থ পর্যায়): ১৯]
ক. অল্পপ্রাণ খ. অধিকপ্রাণ
গ. স্বল্পপ্রাণ ঘ. মহাপ্রাণ **উত্তর: ঘ**

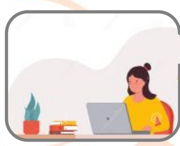

Student's Work

১. প্রথম কোন বাঙালি বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন?
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. ড. এনামুল হক **উত্তর: ক**

২. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ. সুকুমার সেন **উত্তর: খ**

৩. রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক. বাক্যতত্ত্ব খ. পদক্রম গ. ধ্বনিতত্ত্ব ঘ. শব্দতত্ত্ব **উত্তর: ঘ**

৪. বাংলা ব্যাকরণে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় কোনটি?
ক. ধ্বনি খ. বিরামচিহ্ন গ. প্রত্যয় ঘ. পদক্রম **উত্তর: গ**

৫. 'আ' একটি-
ক. যৌগিক ধ্বনি খ. দ্বিস্বর ধ্বনি
গ. মৌলিক স্বরধ্বনি ঘ. ব্যঞ্জন ধ্বনি **উত্তর: গ**

৬. কোনটি বাগযন্ত্রের অংশ?
ক. নাক খ. চোখ
গ. গলা ঘ. কান **উত্তর: ক**

৭. ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয়-
ক. স্পর্শ ধ্বনি খ. উষ্ম ধ্বনি
গ. জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ঘ. পরাশ্রয়ী ধ্বনি **উত্তর: ক**

৮. বাংলা বর্ণমালার পরাশ্রয়ী বর্ণ কয়টি?
ক. ৫টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ১টি **উত্তর: খ**

৯. 'শ, ষ, স, হ' এই চারটি বর্ণের নাম কী?
ক. বর্গীয় বর্ণ খ. উষ্মবর্ণ
গ. পশ্চাৎ দন্তমূলীয় বর্ণ ঘ. কণ্ঠ্য বর্ণ **উত্তর: খ**

১০. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি?
ক. হ খ. শ গ. র ঘ. ল **উত্তর: ঘ**

১১. মহাপ্রাণ ধ্বনির উদাহরণ কোনটি?
ক. চ খ. ছ
গ. জ ঘ. গ উত্তর: খ

১২. আধুনিক বাংলা ভাষা মোট কয়টি বর্ণ পূর্ণ ব্যবহৃত হয়?
ক. বায়ান্নটি খ. পয়তাল্লিশটি
গ. চুয়ান্নটি ঘ. আটত্রিশটি উত্তর: খ

১৩. বাংলা বর্ণমালায় পূর্ণমাত্রার বর্ণ কয়টি?
ক. ১০টি খ. ৮টি
গ. ১১টি ঘ. ৩২টি উত্তর: ঘ

১৪. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক. এগারটি খ. নয়টি
গ. দশটি ঘ. আটটি উত্তর: গ

১৫. কোন বর্ণগুলোতে মাত্রা হবে না?
ক. ক ও খ খ. খ এবং ল
গ. ট এবং ঠ ঘ. এ এবং ঐ উত্তর: ঘ

১৬. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি?
ক. জ্ + ঞ খ. ঞ + গ
গ. ঞ + জ ঘ. গ + ঞ উত্তর: ক

১৭. স্বরভক্তির অপর নাম কী?
ক. অভিশ্রুতি খ. অন্ত্যস্বরাগম
গ. অপিনিহিতি ঘ. বিপ্রকর্ষ উত্তর: ঘ

১৮. রত্ন > রতন হওয়ার ধ্বনিসূত্র-
ক. স্বরভক্তি খ. স্বরসংগতি
গ. অপিনিহিতি ঘ. অভিশ্রুতি উত্তর: ক

১৯. 'টপ + টপ > টপাটপ' ধ্বনি পরিবর্তনের এটি কীসের উদাহরণ?
ক. আদি স্বরাগম খ. মধ্য স্বরাগম
গ. অসমীকরণ ঘ. বিপ্রকর্ষ উত্তর: গ

২০. বিলাতি > বিলিতি- কি ধরনের ধ্বনির পরিবর্তন?
ক. অপিনিহিতি খ. স্বরসঙ্গতি
গ. বিপ্রকর্ষ ঘ. সম্প্রকর্ষ উত্তর: খ

২১. লাফ > ফাল কোন ধরনের ধ্বনি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত?
ক. বিষমীভবন খ. ধ্বনি বিপর্যয়
গ. ধ্বনিলোপ ঘ. ব্যঞ্জনাগম উত্তর: খ

২২. কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা কিসের উদাহরণ?
ক. ধ্বনি বিপর্যয় খ. অভিশ্রুতি
গ. ব্যঞ্জন চ্যুতি ঘ. ব্যঞ্জন বিকৃতি উত্তর: ঘ

Class Exam

১. মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম কোনটি?
ক. চিত্র খ. ভাষা
গ. ইঙ্গিত ঘ. আচরণ

২. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৬

৩. 'লিপি' শব্দের অর্থ কী?
ক. ব্যাখ্যা খ. পর
গ. পড়া ঘ. লেখা

৪. গ্রিক ভাষায় 'Grammar' শব্দের অর্থ কী?
ক. নিয়মশাস্ত্র খ. ব্যাকরণ শাস্ত্র
গ. শব্দ শাস্ত্র ঘ. ধ্বনিবিজ্ঞান শাস্ত্র

৫. 'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ক. বি + আ + √কৃ + অন খ. ব্যা + ক + রন
গ. বৃ + কৃ + অন ঘ. ব্য + আ + কৃ + √অন

৬. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৬টি

৭. ভাষার মূল উপাদান কী?
ক. বর্ণ খ. শব্দ
গ. ধ্বনি ঘ. বাক্য

৮. বাংলা ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা কত?
ক. ৩০ খ. ৩২
গ. ৩৭ ঘ. ৩৯

৯. বাংলা স্বরবর্ণ কয়টি?
ক. নয়টি খ. দশটি
গ. এগারটি ঘ. বারটি

১০. বাংলা ভাষার মোট বর্ণের সংখ্যা-
ক. ২৪ টি খ. ৩৪ টি
গ. ৫০ টি ঘ. ৫২ টি

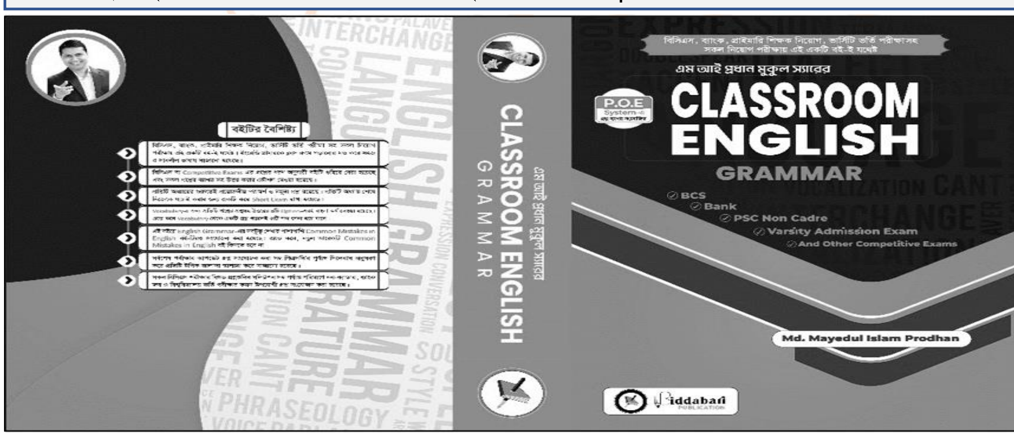

বইটি এখন সারা বাংলাদেশের অভিজাত লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

অনলাইনে বইটি পেতে কল করুন:
01963929213 (WhatsApp)